Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Magh 05, 1432 Bangla, January 19, 2026, Monday, No. 19, 56th year

H I G H L I G H T S

Chief Adviser Professor Muhammad Yunus has sought cooperation from all political parties to hold the forthcoming national polls & the referendum successfully, saying the elections must be held on February 12. (Jago News:18)

BNP Chairperson Tarique Rahman said if BNP forms the govt, a separate department will be opened under the Ministry of Liberation War Affairs to look after the families of those killed & injured in July 2024 mass uprising. (BBC:03)

Regarding administration's neutrality, following the interim govt's campaign for a 'Yes' vote on reforms in referendum, Chief Adviser's Press Wing clarified that before handing over power to an elected govt, the main responsibility of this govt is to create an acceptable framework for necessary reforms. (BBC:03)

BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir has alleged that Jamaat activists are going door to door collecting voters' bKash numbers and NID numbers. (Jago News:16)

Jamaat-e-Islami's Nayeb-e-Ameer said in some cases the Election Commission is showing different behavior on the issues of loan defaulters & dual citizenship, and alleged that a particular party exerted pressure on the EC. (Jago News:18)

Asif Mahmud Sajib Bhuiyan, spokesperson of NCP said the Election Commission has lost the confidence of political parties and the public, and expressed concern that the EC will not be able to conduct a fair election.

(Jago News:18)

Environment, Forest & Climate Change Adviser Syeda Rizwana Hasan said final discussions on expenditure have been completed and work on Teesta Mega Project will begin as soon as approval is received from Chinese govt.

(Jago News:14)

Home Affairs Adviser Lt Gen (retd) Jahangir Alam Chowdhury said that looted police weapons that have not yet been recovered will not be allowed to use during the election. (Jago News:12)

The final draft of Dhaka Central University Ordinance has been sent to the cabinet and the Secondary & Higher Education Department hopes that the ordinance will receive approval as soon as possible. (Jago News:14)

At least seven people were killed and 10 others injured in a head-on collision between a bus and a battery-operated rickshaw in Madaripur. (Jago News:18)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
মাঘ ০৫, বাংলা ১৪৩২, জানুয়ারি ১৯, ২০২৬, সোমবার, নং-১৯, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস আসন্ন জাতীয় নির্বাচন এবং গণভোট সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য সকল রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা কামনা করে বলেছেন, নির্বাচন অবশ্যই ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে হবে।
[জাগো নিউজ:]

সরকার গঠন করতে পারলে ২০২৪ সালে জুলাই গণ অভ্যুত্থানে মারা যাওয়া ব্যক্তি ও আহত ব্যক্তিদের পরিবারের দেখভালের জন্য মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পৃথক বিভাগ খোলা হবে-- বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
[বিবিসি:]

গণভোটে সংস্কার বিষয়ে 'হ্যাঁ' ভোটের পক্ষে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রচারের ফলে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা ইস্যুতে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে এ সরকারের মূল দায়িত্ব প্রয়োজনীয় সংস্কারের একটি গ্রহণযোগ্য কাঠামো তৈরি করা। [বিবিসি:]

জামায়াত কর্মীরা ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিকাশ নম্বর এবং এনআইডি নম্বর সংগ্রহ করছেন বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। [জাগো নিউজ:]

ঋণখেলাপি ও দ্বৈত নাগরিকত্ব বিষয়ে কিছু কিছু জায়গায় ইসির ভিন্ন আচরণ দেখা যাচ্ছে জানিয়ে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের অভিযোগ করেছেন, একটি দল থেকে নির্বাচন কমিশনকে চাপ দেওয়া হচ্ছে । [জাগো নিউজ:]

রাজনৈতিক দল বা জনগণের কনফিডেন্স হারিয়েছে নির্বাচন কমিশন; বাংলাদেশে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন বাস্তবায়ন করতে পারবে না ইসি এমন শঙ্কা প্রকাশ করেছেন এনসিপি'র মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। [জাগো নিউজ:]

অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়ে চূড়ান্ত আলোচনা সম্পন্ন; চীন সরকারের সম্মতি পেলেই কাজ শুরু হবে তিস্তা মহাপরিকল্পনার-- পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। [জাগো নিউজ:]

পুলিশের লুট হওয়া যেসব অস্ত্র এখনো উদ্ধার হয়নি, সেগুলো নির্বাচনের সময় ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না-- স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। [জাগো নিউজ:]

ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ-এর চূড়ান্ত খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হয়েছে; দ্রুততম সময়ে অধ্যাদেশটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করবে বলে আশা প্রকাশ করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ।
[জাগো নিউজ:]

মাদারীপুরে বাস ও ব্যাটারিচালিত রিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে কমপক্ষে সাতজন নিহত এবং ১০ জন আহত হয়েছেন।
[জাগো নিউজ:]

বিবিসি

সরকারে গেলে জুলাই শহিদ ও আহতদের জন্য মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ে আলাদা বিভাগ : তারেক রহমান

বিএনপি সরকার গঠন করতে পারলে ২০২৪ সালে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে মারা যাওয়া ব্যক্তি ও আহত ব্যক্তিদের পরিবারের দেখ-ভালের জন্য মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পৃথক বিভাগ খোলা হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। রোববার ঢাকায় খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের ও আহতদের পরিবারদের সাথে মতবিনিময় সভায় বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান এ কথা বলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মি. রহমান বলেন, "৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধারা এ দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জীবন দিয়েছিলেন, ঠিক একইভাবে ২৪-এ যেই যোদ্ধারা যুদ্ধ করেছেন, তারা স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছেন। স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অর্জিত হয়েছিল ৭১ সালে, তাকেই আবার রক্ষা করা হয়েছে ২০২৪ সালে। সে জন্যই মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আমরা আরেকটি ডিপার্টমেন্ট তৈরি করবো, যাদের দায়িত্ব হবে এই মানুষগুলোকে দেখ-ভাল করা।" তিনি জানান, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি এর আগে যখন দেশ পরিচালনার দায়িত্বে ছিল, তারা মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় নামক একটি মন্ত্রণালয় তৈরি করেছিল, যা ১৯৭১ সালে যারা মুক্তিযুদ্ধ করতে গিয়ে মারা গেছেন বা আহত হয়েছেন অর্থাৎ এক কথায় মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের কল্যাণ তারা দেখ-ভাল করে থাকে। জুলাই যোদ্ধাদেরও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অভিহিত করে কেন তাদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে, সেটি ব্যাখ্যা করেন মি. রহমান। তিনি বলেন, "আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, ইনশাল্লাহ বাংলাদেশের মানুষের সমর্থনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল আগামী দিনে সরকার গঠনে সক্ষম হলে এই শহিদ পরিবার যারা আছেন, জুলাই যোদ্ধা যারা আছেন, জুলাই আন্দোলনের যারা শহিদ পরিবার বা যোদ্ধা আছেন, তাদের যে কষ্টের কথাগুলো তুলে ধরেছেন, এই কষ্টগুলোকে যাতে আমরা কিছুটা হলেও সমাধান করতে পারি, যাকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি, তাকে তো আমরা ফিরিয়ে আনতে পারবো না। কিন্তু যারা পেছনে রয়েই গিয়েছেন, সেই পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধাগুলো যাতে দেখ-ভাল করতে পারি, কারণ তারাও একজন মুক্তিযোদ্ধা, তারাও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আপনারা গণ্য।" জুলাই অভ্যুত্থানে যেভাবে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, সেটিকে গণহত্যার সাথে তুলনা করেছেন মি. রহমান। আগামী জাতীয় নির্বাচনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন তিনি। গণতন্ত্রের বিজয় গাঁথা রচনা করার জন্য সবাইকে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, "একটি নিরাপদ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আমরা যদি ব্যর্থ হই, তবে ভবিষ্যতেও এভাবেই শোকগাথা আর শোক সমাবেশ চলতে থাকবে।"(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৮.০১.২০২৬ এলিনা)

কেন 'হ্যাঁ' ভোটের পক্ষে প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তবর্তী সরকার, প্রেস উইংয়ের ব্যাখ্যা

গণভোটে সংস্কার বিষয়ে 'হ্যাঁ' ভোটের পক্ষে অন্তবর্তী সরকারের সমর্থন ও প্রচারের ফলে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা ইস্যুতে প্রশ্ন ওঠার কারণে, প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এই বিষয়ে একটি ব্যাখ্যা দিয়েছে। প্রেস উইংয়ের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, "বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতা, অন্তবর্তী সরকারের ম্যান্ডেট এবং আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক চর্চার আলোকে মূল্যায়ন করলে এ ধরনের সমালোচনার কোনো ভিত্তি নেই। বরং সংকটময় এই সময়ে নীরবতা নিরপেক্ষতার প্রতীক নয়, তা দায়িত্বশীল নেতৃত্বের অভাবকেই নির্দেশ করে।" ওই ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, "বর্তমান অন্তবর্তী সরকার মাত্র রাষ্ট্র পরিচালনা বা নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের জন্য গঠিত হয়নি। এ সরকারের মূল দায়িত্ব রাষ্ট্রকে স্থিতিশীল করা, গণতান্ত্রিক বিশ্বাসযোগ্যতা পুনরুদ্ধার করা এবং নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে প্রয়োজনীয় সংস্কারের একটি গ্রহণযোগ্য কাঠামো তৈরি করা।" ব্যাখ্যায় বলা হয়, "যে অন্তবর্তী সরকার সংস্কারের দায়িত্ব নিয়ে গঠিত, গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের মুহূর্তে সেই সংস্কার থেকে নিজেকে দূরে রাখবে- এমন প্রত্যাশা বাস্তবসম্মত নয়।" ব্যাখ্যায় আরও বলা হয়, "এই সময়ে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় ঝুঁকি সমর্থনে নয় বরং দ্বিধা ও নীরবতায়। অন্তবর্তী সরকার যে সংস্কারের দায়িত্ব নিয়েছে, তা সমর্থন না করলে জনগণের আস্থা ক্ষুণ্ন এবং পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হবে।"(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৮.০১.২০২৬ এলিনা)

১০ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের শরিক হিসেবে সমঝোতায় পাওয়া ২৭ টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা এনসিপির

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীসহ ১০ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের শরিক হিসেবে সমঝোতায় পাওয়া ২৭টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপি। রোববার দলটির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজে এসব আসনের প্রার্থীদের নাম ও ছবিসহ পোস্টার পোস্ট করা হয়েছে। "এনসিপি মনোনীত, ১০ দলীয় জোটের প্রার্থীদের শাপলা কলি মার্কায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন" লিখে এসব প্রার্থীদের পক্ষে ভোট চেয়েছে গণ-ভ্যুত্থানের পরে গঠিত নবীন এই রাজনৈতিক দলটি। ফেসবুকে এনসিপির পোস্ট করা পোস্টারে উল্লেখযোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন, ঢাকা-১১ আসনে দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, রংপুর-৪ আসনে সদস্য সচিব আখতার হোসেন, কুমিল্লা-৪ আসনে দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ এবং পঞ্চগড়-১ আসনে উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলমকে চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। এছাড়াও, ঢাকা-৮ আসনে মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, নোয়াখালী-৬ আসনে দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদ নির্বাচনি জোটের পক্ষ হয়ে নির্বাচন করবেন। তবে, এই ২৭ জনের মধ্যে মাত্র দুইজন নারী প্রার্থী এনসিপির মনোনয়ন পেয়েছে। তারা হলেন- ঢাকা-১৯ আসনে দিলশানা পারুল এবং ঢাকা-২০ আসনে নাবিলা তাসনিদ মনোনয়ন পেয়েছেন। ১০ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের

অংশ হিসেবে দলটি আসন সমঝোতায় ৩০ আসন পেয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর কাকরাইলে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স এ সংবাদ সম্মেলন করে ২৫৩টি সংসদীয় আসনে নির্বাচনি সমঝোতার ঘোষণা দেয় জামায়াত, এনসিপিসহ ১০টি রাজনৈতিক দল। নির্বাচনি ঐক্যের শরিক হিসেবে ৩০ আসন পেলেও ৪৭টি আসনে দলটির প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছে। গত ১৬ জানুয়ারি জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন '১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্য' থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয় বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন। পরে এনসিপি আরো আসনের জন্য সমঝোতা চালিয়ে যাচ্ছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৮.০১.২০২৬ এলিনা)

রুমিন ফারহানার বিরুদ্ধে মব সৃষ্টির অভিযোগ, ব্যবস্থা নিতে সহকারী রিটার্নিং অফিসারের চিঠি

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী রুমিন ফারহানার বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘন এবং মব সৃষ্টির অভিযোগ তুলেছেন সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আবুবকর সরকার। মি. সরকারের স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে দেখা গেছে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি এবং সিনিয়র সিভিল জজ আদালতের সিভিল জজ আশরাফুল ইসলামকে তিনি মিজ ফারহানার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেছেন। শনিবার, ১৭ জানুয়ারির এই চিঠিতে মিজ ফারহানার নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন ও বিচারিক কাজে বাধা দেওয়ার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে বলা হয়েছে। চিঠিতে অভিযোগ করা হয়েছে, সরাইলের ইসলামাবাদ নামক স্থানে পেন্ডেল করে বিশাল জনসমাবেশের আয়োজন করে নির্বাচনি প্রচারণা করেন রুমিন ফারহানা, যা নির্বাচন আচরণবিধিমালার লঙ্ঘন। তাৎক্ষণিকভাবে সমাবেশ ভেঙে দেওয়া হয় এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শাহরিয়ার হাসান খান ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ওই অপরাধে জুয়েল মিয়া নামে একজনকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। চিঠিতে আরো বলা হয়েছে, স্বতন্ত্র প্রার্থী রুমিন ফারহানা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে আক্রমণাত্মকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুল প্রদর্শন এবং আঙুল উঁচিয়ে বিভিন্ন রকম হুমকি-ধামকি প্রদর্শন করেন। চিঠিতে আরো অভিযোগ করা হয়, একপর্যায়ে তিনি এবং তার সাথে থাকা ওই ব্যক্তি উপস্থিত জনতাকে দেখিয়ে হুমকি প্রদান করতে থাকেন এবং জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলে মব সৃষ্টি করেন। এ সময় তার সাথে থাকা জুয়েল মিয়াসহ অন্যান্যরা মারমুখি আচরণ করেন। এতে মব সৃষ্টি করে বিচারিক কাজে বাধা এবং কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটকে হুমকি প্রদান করেন, যা নির্বাচনি আচরণবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। চিঠিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও'র একটি লিংক দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রুমিন ফারহানার যে ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়েছে তাতে দেখা গেছে, তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি উঁচিয়ে ইউএনওকে বলছেন, "আমি যদি না বলি, এখান থেকে বাইরে যেতে পারবেন না, মাথায় রাইখেন। আজকে আমি আঙুল তুলে বলে গেলাম ভবিষ্যতে শুনব না।"(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৮.০১.২০২৬ এলিনা)

প্রার্থীদের মনোনয়ন বাতিলের বিরুদ্ধে আপিলের রায় ফেব্রিকেটেড ও একপাক্ষিক : এনসিপি

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তার মনোনয়ন বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে আপিলের যে শুনানি চলছে, সেটি সম্পূর্ণ এক ধরনের ফেব্রিকেটেড শুনানির রায় দেওয়া হয়েছে এবং একপাক্ষিক বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ। রোববার রাত ৯টায় এনসিপির অস্থায়ী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিযোগ তোলেন তিনি। তিনি দাবি করেন, "একেবারে রাইসওয়াপ করার মতো অলমোস্ট প্রত্যেকটা দ্বৈত নাগরিক ও ঋণখেলাপিদের ছাড় দেওয়া হয়েছে এবং নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বৈধতা দেওয়া হয়েছে।" এনসিপির এই মুখপাত্র জানান, দুপুর ১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত প্রায় সাত ঘণ্টা নির্বাচন কমিশন ভবনে আপিল শুনানিতে ছিলেন তিনি। মি. মাহমুদ আপিল শুনানির পরিবেশকে 'এক ধরনের নাটকের মতো মঞ্চায়িত হয়েছে' বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। "আপনারা সবাই বোধ হয় বলিউডের একটা মুভি দেখছেন জলি এলএলবি। আমার বারবার এটার কথা মনে হচ্ছিল এই সাত ঘণ্টায়। আমরা দেখলাম নির্বাচন কমিশনের শুনানি চলাকালে 'ল' পয়েন্টের বাইরেও প্রেশার পয়েন্ট, ইমোশনাল পয়েন্ট, ড্রামা পয়েন্ট অনেক পয়েন্টের ভিত্তিতে আজকে জাজমেন্ট দেওয়া হয়েছে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এবং পুরো জিনিসটা এক ধরনের নাটকের মতো মঞ্চায়িত হয়েছে," বলেন মি. মাহমুদ। নির্বাচন কমিশনের সামনে 'দুই-তিন হাজার ছাত্রদলের নেতা-কর্মী এক ধরনের মব সৃষ্টি করেছে আজকের মতো গুরুত্বপূর্ণ দিনে বাইরে থেকে একটা এক্সটার্নাল প্রেশার তৈরি করে রেখেছেন,' বলে অভিযোগ করেন তিনি। একইসাথে শুনানি চলাকালীন সময়ে বিএনপি মহাসচিবের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দলের প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সাথে সাক্ষাৎকে 'বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য অশনি সঙ্কেত' বলেও দাবি করেছেন মি. মাহমুদ। "শুনানির একটা পর্যায় শেষ হওয়ার পরে এবং রায় দেওয়ার পূর্ব মুহূর্তে, যখন আমি আপনি বিচারকের কাছে কোনো বিচার চাইতে যাই, তখন আমাদের আর্গুমেন্ট শেষ, রায় দেওয়ার পূর্ব মুহূর্তে বিচারক যদি পাশের রুমে গিয়ে অপরাধীর সাথে বা অপরাধীর ল-ইয়ারের সাথে কিংবা অপরাধীর পক্ষের সাথে যারা আছে, তাদের সাথে বসে রায় দেয়, তাহলে ওই রায়টা কোনোভাবেই একটা নিরপেক্ষ হওয়ার সুযোগ নেই," বলেন এনসিপির মুখপাত্র।

১৫ মিনিটের কথা বলে নির্বাচন কমিশনাররা দেড় ঘণ্টা পর ওই বৈঠক শেষে রায় দিয়েছেন বলে দাবি করেন তিনি। "দেড় ঘণ্টা পরে তারা এসে রায় দিলেন এবং সেখানে যেই শুনানিতে বিএনপি প্রার্থীদের পক্ষে যিনি পার্টি ছিলেন রুহুল কুদ্দুস কাজল, তিনি সেখানে পার্টি ছিলেন ও আর্গুমেন্ট করেছেন এবং যখন সেই বৈঠক হলো, সেই বৈঠকেও গিয়ে বসলেন তিনি। সরাসরি পার্টির সাথে গিয়ে বসে বৈঠকের পরে যখন রায় দিচ্ছেন, এই রায়টাকে আমরা সম্পূর্ণরূপে মনে

করি এক ধরনের ফেব্রিকেটেড শুনানির রায় দেওয়া হয়েছে এবং একপাক্ষিক যে হয়েছে, সেটার প্রতিফলন আমরা রায়েও দেখতে পেয়েছি," বলেন মি. মাহমুদ। মি. মাহমুদ দাবি করেন, সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো এবং দেশের জনগণ এই নির্বাচন কমিশনের প্রতি আস্থা হারিয়েছে। "আমরা মনে করি, আজকে এবং গতকালকে পুরো প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নির্বাচন কমিশন একটি সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য যে কনফিডেন্স দেশের জনগণ ও রাজনৈতিক দলের কাছে থাকার কথা ছিল, সেটা হারিয়েছে।" "যদি এরকমভাবে নির্বাচন কার্যক্রম সামনের দিকে যেতে থাকে, তাহলে আমরা শঙ্কা করছি, এই নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারবে না," দাবি করেন মি. মাহমুদ।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৮.০১.২০২৬ এলিনা)

ফয়জুল করীমের আসনে প্রার্থী না দেওয়ার সিদ্ধান্ত জামায়াতের

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সাবেক শরিক ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমীর সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করিমের নির্বাচনি আসনে কোনো প্রার্থী না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আরেক শরিক দল জামায়াতে ইসলামী। জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের এ বিষয়টি জানিয়েছেন সাংবাদিকদের। মি. করিম বরিশাল-৫ ও বরিশাল-৬ আসনে নির্বাচন করবেন। রোববার সন্ধ্যায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি দলের একটি বৈঠক শেষে দলটির নেতা মি. তাহের এ কথা বলেন। মি. তাহের বলেন, "ফয়জুল করিমের সাথে সৌজন্যের জন্য আমাদের ক্যান্ডিডেটকে আমরা উইথড্র করবো। আমাদের সাথে অনেকগুলা দল যোগাযোগ করছে। কিন্তু সিট দেওয়ার তো কোনো উপায় নাই যেহেতু নমিনেশন শেষ হয়ে গেছে। আমরা বলেছি সিট পাইবা না, আসতে পারলে আসো, এরকমও অনেক দল আছে, যারা আসতে চাচ্ছে।" ইসলামী দলগুলোর ভোটকে এক ছাতার নিচে আনার পরিকল্পনায় গত বছরের মে মাসে প্রথম ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এই নির্বাচনি ঐক্য গঠনের উদ্যোগ নেয়। সে সময় পাঁচটি দল যোগ দেয় তাদের সাথে। পরে জামায়াতে ইসলামীও এই নির্বাচনি মোর্চায় অংশ নেয়। এরপর থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আসন সমঝোতাসহ নানা কারণে ইসলামী আন্দোলনের সাথে জামায়াতে ইসলামীর দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে দেখা দেয়। একপর্যায়ে এনসিপিসহ আরো পাঁচটি দল এই নির্বাচনি মোর্চায় যুক্ত হলে এটি ১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যে রূপ নেয়। মি. তাহের সাংবাদিকদের বলেন, "আমাদের সাথে ১১ দলই ছিল, ইসলামী আন্দোলন ছিল। এই ঐক্য গঠনের ক্ষেত্রে ইসলামী আন্দোলনের অনেক ভূমিকা ছিল। আমরা তাদের সেই ভূমিকাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। টুকটাক টেকনিক্যাল ইস্যুতে তারা নিজেরা আলাদা নির্বাচন করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা নির্বাচনে তাদের সফলতা কামনা করি।" তিনি জানান, ইসলামী আন্দোলনের সম্মানে তাদের নায়েবে আমিরের আসনে কোনো ক্যান্ডিডেট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। "কারণ চরমোনাইর যিনি পীরসাহেব, আমির উনি নির্বাচন করতে চান। ওনাদের যে নায়েবে আমির আছেন ফয়জুল করীম সাহেব, আমরা তার সৌজন্যের জন্য আমাদের ক্যান্ডিডেটকে আমরা উইথড্র করবো। কারণ আমরা তো জোটে ছিলাম সেই কন্ট্রিবিউশনের একটা সৌজন্যতার জন্য," বলেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির মি. তাহের।

(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৮.০১.২০২৬ এলিনা)

কোনো একটি দলের পক্ষ থেকে ইলেকশন কমিশনে চাপ সৃষ্টির অভিযোগ জামায়াতের

কারো চাপে নতি স্বীকার না করে আরপিও'র নিয়ম মেনেই জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন বৈধ ও অবৈধ কিনা সেটি ফয়সালা করার আহ্বান জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। রোববার রাতে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে সাক্ষাতের পর এক ব্রিফিং এ এ কথা বলেন তিনি। বিভিন্ন জায়গায় একেক প্রার্থীকে একেকভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ প্রধান উপদেষ্টার কাছে জানিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, "আমরা আশা করি ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে একটা অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ইতোমধ্যেই আমরা কিছু ভিন্ন চিত্র দেখছি বিধায় এটার প্রতিকারের জন্যে আমরা আজকে প্রধান উপদেষ্টার সাথে দেখা করেছি।" প্রার্থীদের মনোনয়ন বৈধ, নাকি অবৈধ, সেটি যাচাই করার বিষয়ে দুইটি প্রধান বিষয় ঋণখেলাপি ও দ্বৈত নাগরিকত্ব বিবেচনায় নেওয়া হলেও, একেক প্রার্থীর ক্ষেত্রে একেক ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভিযোগ করেন তিনি। "আমরা শুনতে পাচ্ছি কোনো একটি দলের পক্ষ থেকে ইলেকশন কমিশনে চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে, যাতে করে এসব কারণে যে-সব নমিনেশন বাতিল করার কথা, সেটা যেন করা না হয়। আমরা স্পষ্টভাবে আজকে বলতে চাই, কোনো ধরনের চাপে নতি স্বীকার না করে, যে কারোরই হোক ইভেন জামায়াতে ইসলামীরও যদি হয়, তাহলে আরপিও'র যে নিয়ম আছে, সেই নিয়মের ভিত্তিতে যেন বৈধ এবং অবৈধ বিষয়টি ফয়সালা করা হয়," বলেন মি. তাহের। তিনি দাবি করেন, "নতুবা দুইটি জিনিস প্রমাণিত হবে, এক. এই নির্বাচন কমিশনার দুর্বল তাদের পক্ষে শেষ পর্যন্ত নির্বাচন করা যাবে কিনা, এটা সন্দেহ প্রকাশ থাকবে অথবা এই নির্বাচন কমিশন কোনো একটি নির্দিষ্ট একটি দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছে। এ ধরনের আচরণ যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যাপারে জনগণের ভেতরে সংশয় তৈরি হবে।

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, "কোনো একটি দলের প্রধানকে নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করছে, দলটি অতিরিক্ত সিকিউরিটি দেওয়া, এসব নিয়ে তারা নির্বাচনি মাঠে যে সমতল অধিকারের প্রশ্ন আসছে, সেটিকে ক্ষুণ্ন করছে। আমরা বলছি, কাউকে অধিকতর সিকিউরিটি কিংবা অধিকতর প্রটোকল দিলে আমাদের

কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু একটি প্রধান অন্যতম দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর আমিরকেও সমআচরণ দিতে হবে।" যদি এটার ব্যত্যয় হয়, তাহলে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড ব্যাহত হবে বলেও দাবি করেন তিনি। এছাড়া, বিভিন্ন জায়গায় কোনো কোনো এসপি ও ডিসিরা পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছে অভিযোগ করে তিনি উল্লেখ করেন, তালিকা করা হচ্ছে। এ বিষয়টি প্রধান উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। "যদি নির্বাচন কমিশন যথাযথ ভূমিকা না নেন, তবে প্রধান উপদেষ্টা সেখানে হস্তক্ষেপ করেন। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, চিফ অ্যাডভাইজার ব্যক্তিগতভাবে একটি অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন চান। কিন্তু তার চতুর্পাশে অ্যাডভাইজরদের কেউ কেউ আছেন, যেন তাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন," দাবি করেন জামায়াতে ইসলামীর এই নায়েবে আমির।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৮.০১.২০২৬ নারগীস)

দ্বৈত নাগরিকেরা স্থানীয় ভোটে প্রার্থী হতে পারলেও, সংসদ নির্বাচনে কেন পারেন না?

বাংলাদেশের আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হলেও, তাদের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে দ্বৈত নাগরিকত্ব যথাযথভাবে ত্যাগ না করার কারণে। আবার কোনো কোনো প্রার্থী দ্বৈত নাগরিক হয়েও এ নিয়ে হলফনামায় তথ্য গোপন করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। দ্বৈত নাগরিকত্ব ইস্যুতে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের দুই ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ইসিতে আপিল করা হয় এই মাসের শুরুতে। এতে কোনো কোনো প্রার্থী তাদের মনোনয়ন ফিরে পেতে আপিল করেছেন, কেউ কেউ আবার তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী দ্বৈত নাগরিক, এমন অভিযোগ জানিয়ে মনোনয়ন বাতিলের আবেদনও করেছিলেন। এই যেমন, ফেনী-৩ আসনের বিএনপি প্রার্থী আব্দুল আউয়াল মিন্টু। রিটানিং কর্মকর্তা তার মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করেন। পরে মি. মিন্টু দ্বৈত নাগরিক, এমন অভিযোগ জানিয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইসিতে আপিল করেন তারই প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের প্রার্থী। বাংলাদেশের নির্বাচনি আইন অনুযায়ী, দ্বৈত নাগরিকরা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে হলে তাদের বিদেশি নাগরিকত্ব ত্যাগ করতে হয়। একই সাথে বাংলাদেশের সংবিধানেও বলা আছে, বাংলাদেশ বাদে অন্য দেশের নাগরিকত্ব থাকলে তিনি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। এজন্য সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের হলফনামায় একটি সুনির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। যেখানে প্রত্যেক প্রার্থীকে দ্বৈত নাগরিকত্বের বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হয়।

এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী, এনসিপিসহ কয়েকজন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলও করেছেন নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তারা। নির্বাচন বিশ্লেষক ও আইনজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশের সংবিধান ও গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ বা আরপিও অনুযায়ী, দ্বৈত নাগরিকরা ভোট দিতে পারলেও, জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন না। ফলে, নাগরিকত্ব ত্যাগের যথাযথ প্রমাণ দিতে না পারায়, অনেক প্রার্থীর আগামী সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান ও নির্বাচনি আইনে সংসদ নির্বাচনে দ্বৈত নাগরিকদের প্রার্থী হওয়ার সুযোগ না থাকলেও, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন দ্বৈত নাগরিকরা। কিন্তু একই দেশে দুই ধরনের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা আলাদা কেন, সেই প্রশ্নগুলোও সামনে আসছে। গত বছরের ১১ ডিসেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা করে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন। গত ২৯ ডিসেম্বর মনোনয়ন দাখিল শেষে পরদিন থেকেই এই মনোনয়ন যাচাই-বাছাই করা হয়। মনোনয়ন যাচাই-বাছাইয়ের শুরুতেই দেশের বেশ কয়েকটি আসনের জামায়াত-এনসিপিসহ বিভিন্ন দলের বেশ কয়েকজন প্রার্থীর দ্বৈত নাগরিকত্ব ইস্যুতে মনোনয়ন বাতিল করা হয়। রিটার্নিং অফিসারের মনোনয়ন যাচাই-বাছাইয়ের সময় দেখা যায়, সিলেটে 'দ্বৈত নাগরিকত্ব' ইস্যুতে এনসিপি প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল হলেও, একই ইস্যুতে বিএনপি ও গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এর বিরুদ্ধে প্রার্থীদের অনেকেই গত ৫ জানুয়ারি থেকে নির্বাচন কমিশনে আপিল করেছেন। আবার কোনো কোনো প্রার্থীর বিরুদ্ধে দ্বৈত নাগরিকত্বের বিষয়টি গোপন করার অভিযোগ এনেও আপিল দায়ের করা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আমাদের দেশে দ্বৈত নাগরিকদের জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থী হতে না পারার বিষয়টি আইন ও সংবিধানে স্বীকৃত বিষয়। সুতরাং কেউ যদি নাগরিকত্ব ত্যাগ না করেন, তাহলে তিনি জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।" এর আগে, ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন আলোচিত প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল হয় দ্বৈত নাগরিকত্ব ইস্যুতে। যদিও তাদের কেউ কেউ পরে আবার উচ্চ আদালত থেকে প্রার্থিতা ফিরে পান। নির্বাচন কমিশনের সাবেক কর্মকর্তা জেসমিন টুলী বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আমাদের আইনেই বলা আছে, অন্য কোনো দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে, তাহলে তিনি এই নির্বাচনে অযোগ্য হবেন। একই সাথে সংবিধানে বলা আছে, যদি তিনি ওই দেশের নাগরিকত্ব পরিহার করেন বা আনুগত্য প্রত্যাহার করে নেন, তাহলে প্রার্থী হওয়ার যোগ্য হবেন।" যদিও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই ইস্যুতে মনোনয়ন বাতিল হওয়া কোনো কোনো প্রার্থী অভিযোগ করেছেন, তারা রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে যথাযথ তথ্য দেওয়ার পরও মনোনয়ন বাতিল হয়েছে।

নাগরিকত্ব ত্যাগের নিয়ম কী?

এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেটের একটি আসন থেকে নির্বাচনে এনসিপির মনোনয়ন নিয়ে প্রার্থী হয়েছিলেন এহতেশামুল হক। পরে যাচাই-বাছাইয়ে মি. হকের মনোনয়ন বাতিল করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা। মি. হক বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছিলেন, বড় দিন উপলক্ষ্যে যুক্তরাজ্যের হোম অফিস বন্ধ থাকায় সেখানকার কাগজ আনতে পারেননি

তিনি। যে কারণে তার মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে। তিনি একই সাথে অভিযোগ করেন, তার মনোনয়ন বাতিল হলেও, সিলেটেই বিএনপির এক প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে ঠিক একই জটিলতায়। একই ধরনের জটিলতায় মনোনয়ন বাতিল হয়েছে কুড়িগ্রাম-৩ আসনের জামায়াত প্রার্থী মাহবুবুল আলম সালেহীর। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) পর্যন্তও বিষয়টির সুরাহা হয়নি। আইনজীবীরা বলছেন, কেবল আবেদনের রিসিভ কপি নয়, বরং বিদেশি সরকারের ইস্যুকৃত চূড়ান্ত 'ত্যাগপত্র' বা সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক করা না হলে, এই সাংবিধানিক সংকটের সমাধান সম্ভব নয়। আইনজীবী জাহেদ ইকবাল বিবিসি বাংলাকে বলেন, "একেক দেশের নাগরিকত্ব ত্যাগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ রয়েছে। সেই নির্ধারিত বিভাগে আবেদনের পর ওই বিভাগ সেই কাগজ গ্রহণ করেছে কিংবা এই গ্রহণের ফরমাল ডকুমেন্টসও মনোনয়নপত্রের সাথে জমা দিতে হবে।" তিনি বলছিলেন, শুধুমাত্র আবেদন করলেই নাগরিকত্ব ত্যাগ হয়ে যায়, বিষয়টি এমন নয়। এর পক্ষে যদি প্রমাণ না থাকে, তাহলে নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা মনোনয়ন বাতিলের মতো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।" এবার যাদের মনোনয়ন বাতিল হয়েছে, তাদের অনেকেই যুক্তরাজ্যের নাগরিক ছিলেন। কেউ কেউ যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ইউরোপের কোনো কোনো দেশের নাগরিক ছিলেন।

ব্রিটিশ ন্যাশনালিটি অ্যাক্ট ১৯৮১-এর ১২ ধারা অনুযায়ী, নাগরিকত্ব ত্যাগের প্রক্রিয়াটি বেশ দীর্ঘ ও জটিল। লন্ডনের আইন বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, একজন নাগরিককে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে 'ডিক্লারেশন অব রেনানসিয়েশন প্রদান করতে হয়। এর জন্য নির্ধারিত ফি জমা দিতে হয়। স্বরাষ্ট্র সচিবের দফতরে, এই ঘোষণা নিবন্ধিত হওয়ার পরেই কেবল নাগরিকত্ব কার্যকরভাবে শেষ হয়। আইনজীবী মি. ইকবাল মনে করেন, সঠিক প্রক্রিয়ায় নাগরিকত্ব ত্যাগ না করা কিংবা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করার কারণেই এই সংকট তৈরি হয়েছে। তবে, দ্বৈত নাগরিক ইস্যুতে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের একেক প্রার্থীর একেক ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টি নির্বাচন কমিশনেরও নজরে এসেছে। যে কারণে ইসিতে আপিল শুনানিও হয়েছে গত কয়েকদিন। রোববার এ নিয়ে সিদ্ধান্ত জানানোরও কথা জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

সংসদ বনাম স্থানীয় নির্বাচন

২০১৮ সালের সিটি করপোরেশন নির্বাচনে বরিশালের মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুল্লাহ। নানা বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের কারণে পরেরবার তাকে আর সিটি নির্বাচনে মনোনয়ন দেয়নি আওয়ামী লীগ। পরে ২০২৪ সালে তিনি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে মনোনয়ন দাখিল করেন। তার মনোনয়ন বাতিল করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা। কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল, তিনি দ্বৈত নাগরিক হওয়ায় তার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছিল। নির্বাচন বিশ্লেষকরা বলছেন, দ্বৈত নাগরিকদের ক্ষেত্রে জাতীয় নির্বাচন ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আলাদা আইন। যে কারণে জাতীয় নির্বাচনে দ্বৈত নাগরিকরা প্রার্থী না হতে পারলেও, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে পারে। যে কারণে জাতীয় নির্বাচনের আগে অনেক দ্বৈত নাগরিককে তাদের নাগরিকত্ব প্রত্যাহার করে প্রার্থী হতে দেখা যায়। তবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নাগরিকত্ব ত্যাগ করতে হয় না। যেমন হয়েছে বরিশালের সাবেক মেয়র মি. আব্দুল্লাহর ক্ষেত্রে।

নির্বাচন বিশ্লেষক জেসমিন টুলী বলেন, "সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকলে জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না, মানে সংসদ সদস্য হতে পারবেন না। কিন্তু স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না, এমন কিছু বলা হয়নি।" নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বলেন, আমাদের দেশে দ্বৈত নাগরিকত্ব স্বীকৃত বিষয়। তারা ভোটার হতে পারবেন এবং নাগরিক সব কিছু করতে পারবেন। শুধুমাত্র জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না।" এর কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, "রাষ্ট্রের এমন গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে উনি আমাদের দেশের আইনপ্রণেতা হবেন, আবার আরেক দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবেন, সে কারণেই হয়ত এমন সিদ্ধান্ত।" প্রায় একই রকম ব্যাখ্যা দিয়ে আইনজীবী জাহেদ ইকবাল বলছিলেন, "সংসদ তো নীতি-নির্ধারণী ফোরাম। সেখানে দেশের আইন হয়, স্বার্থের বিষয় আছে। আর স্থানীয় সরকার তো ভিন্ন কাজ করে। তাদের কাজ উন্নয়নমূলক। যে কারণে দ্বৈত নাগরিকরা মেয়র-চেয়ারম্যান হতে পারলেও, এমপি হতে পারেন না।" কোনো কোনো দেশে দ্বৈত নাগরিকরা এমপিও হতে পারেন। তবে, বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে যাদের দ্বৈত নাগরিকত্ব আছে, তারা জাতীয় নির্বাচন ছাড়া সব নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন। আবার ভোটারের ক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকরা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন, ভোটও দিতে পারেন। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৭.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

গ্রেফতার না করে পুলিশ কেন তিন শতাধিক 'দুষ্কৃতিকারীকে' চট্টগ্রামে ঢুকতে নিষেধ করছে?

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকায় ঢোকা ও অবস্থান নিষিদ্ধ করে তিন শতাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করেছে পুলিশ, যা চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) ইতিহাসে নজিরবিহীন একটি ঘটনা। গত শনিবার ওইসব ব্যক্তিদের নাম-ঠিকানা উল্লেখ করে একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে চট্টগ্রামের শীর্ষ সন্ত্রাসীদের নাম যেমন রয়েছে, তেমনি দেখা যাচ্ছে একাধিক রাজনৈতিক দলের নেতাদের নাম। তাদের মধ্যে বাংলাদেশে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের সংখ্যাই বেশি, যাদের অধিকাংশের বিরুদ্ধে জুলাই হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণসহ একাধিক মামলা রয়েছে। তালিকায় বিএনপির কয়েকজন স্থানীয় নেতার নাম রয়েছে। সেইসঙ্গে রয়েছে, কারাগারে বন্দি ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেস (ইসকন) নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের নামও। আসন্ন

সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তার স্বার্থে এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানান সিএমপি কমিশনার। "এগুলো হচ্ছে সন্ত্রাসী। এদের বিরুদ্ধে তো নিয়মিত মামলাসহ নানান ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তো আমি চিন্তা করলাম যে, এটা এমন একটা এক্সট্রা কাজ, যেটা করে রাখলে ভালো," বিবিসি বাংলাকে বলেন সিএমপি কমিশনার হাসিব আজিজ। এর আগে, গত নভেম্বরে 'অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের ব্রাশফায়ারের নির্দেশ' দিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা মি. আজিজ। তার এবারের পদক্ষেপ নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন মানবাধিকারকর্মীরা। "পুলিশ যদি কাউকে জননিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করে বা কারো বিরুদ্ধে যদি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকে, তাহলে পুলিশের উচিত তাকে আটক করে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো। কিন্তু সেটা না করে যেভাবে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে, সেটি রীতিমতো হাস্যকর এবং আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো," বিবিসি বাংলাকে বলেন মানবাধিকারকর্মী নূর খান লিটন। গ্রেফতারের পরিবর্তে এলাকায় অবস্থান ও প্রবেশ নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত উল্টো ফল বয়ে আনতে পারে বলেও আশঙ্কা করেছেন কেউ কেউ। "সন্ত্রাসীদের মধ্যে যারা এতদিন চট্টগ্রামে অবস্থান করছিলেন, সিএমপির এমন আদেশের ফলে শঙ্কা তৈরি হয়েছে যে, এখন তারা অন্যান্য এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়তে পারেন। তখন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটতে পারে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত মেজর এমদাদুল ইসলাম।

এর মধ্যে তালিকার ২২৭ নম্বরে থাকা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাবেক কাউন্সিলর আতাউল্লাহ চৌধুরী আগেই মারা গেছেন। ফলে তার নামটি কেটে দিয়ে পরবর্তীতে ২২৯ জনের সংশোধিত আরেকটি তালিকা প্রকাশ করে পুলিশ। তাদের মধ্যে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, মেয়র ছাড়াও রয়েছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কয়েক ডজন সাবেক কাউন্সিলরের নাম। এর মধ্যে এক নম্বরে নাম রয়েছে, চট্টগ্রামের শীর্ষ সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত মো. জাহেদের নাম। সাতকানিয়া উপজেলার বড় দুয়ারা গ্রামের বাসিন্দা মি. জাহেদ স্থানীয়ভাবে 'পিচ্চি জাহিদ' নামে পরিচিত বলেও পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এরপর মুন্না খান, রাজীব দত্ত, শওকত আজম এবং মো. মোস্তফা নামের আরও চার সন্ত্রাসীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের সবার বয়স ৩৫ বছর থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে। চট্টগ্রামে সম্প্রতি গুলির ঘটনায় আলোচনায় আসা সন্ত্রাসী 'বড় সাজ্জাদ' এবং তার সহযোগী 'ছোট সাজ্জাদের' নামও রয়েছে। এর মধ্যে 'বড় সাজ্জাদ' দেশের বাইরে রয়েছে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। তবে তার সহযোগী 'ছোট সাজ্জাদ' বর্তমানে রাজশাহী কারাগারে বন্দি আছেন। তার স্ত্রী শারমিন আক্তার তামান্নার নামও তালিকায় রয়েছে, যিনি বর্তমানে ফেনী কারাগারে বন্দি রয়েছেন।

সিএমপির তালিকায় চট্টগ্রামের অনেক রাজনৈতিক নেতার নাম রয়েছে, যাদের মধ্যে বেশিরভাগই বাংলাদেশে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বলে জানা যাচ্ছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন- চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী, চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন, সাবেক মন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, সাবেক সংসদ সদস্য এবিএম ফজলে করিম চৌধুরী, তার ছেলে ফারাজ করিম চৌধুরী এবং সাবেক সংসদ সদস্য এম আব্দুল লতিফ। এর মধ্যে জুলাই হত্যাসহ বিভিন্ন মামলায় আসামি হয়ে ফজলে করিম চৌধুরী এবং মি. লতিফ বর্তমানে কারাগারে রয়েছেন। এছাড়া, তালিকায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের তিন ডজনেরও বেশি সাবেক কাউন্সিলরের নাম রয়েছে। সেইসঙ্গে রয়েছে, নিষিদ্ধ ছাত্রলীগসহ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বর্তমান ও সাবেক নেতাদের নাম। বিএনপি'র কয়েকজন নেতা-কর্মীর নামও পুলিশের ওই তালিকায় দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে চার নম্বরে যার নাম রয়েছে, সেই শওকত আজম, চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক বলে জানা যাচ্ছে। এছাড়া, সম্প্রতি গ্রেফতার হওয়া সাবেক ছাত্রদল নেতা সাইফুল ইসলামের নামও তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার হাসিব আজিজের স্বাক্ষরে গত ১৭ জানুয়ারি গণবিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হয়েছে। সেখানে 'দুষ্কৃতিকারী' আখ্যা দিয়ে ৩৩০ জন ব্যক্তিকে চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। "চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ এর ৪০, ৪১ এবং ৪৩ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে চট্টগ্রাম মহানগর এলাকায় অবস্থানরত বিভিন্ন দুষ্কৃতকারীদেরকে মহানগরী এলাকা থেকে বহিষ্কার এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উক্ত দুষ্কৃতিকারী দলের সদস্যদেরকে চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকায় প্রবেশ এবং অবস্থান নিষিদ্ধ করা হলো," গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। মহানগরীর 'শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তার জন্য' এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সিএমপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। তালিকায় নাম থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ এই আদেশ অমান্য করলে, তার বিরুদ্ধে 'যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা' গ্রহণ করা হবে বলে গণবিজ্ঞপ্তিতে সতর্ক করা হয়েছে।

সিএমপি অধ্যাদেশে কী আছে?

১৯৭৮ সালের চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশের ৪০, ৪১ এবং ৪৩ নম্বর ধারার ক্ষমতাবলে গণবিজ্ঞপ্তিটি জারি করেছেন সিএমপি কমিশনার মি. আজিজ। এর মধ্যে ৪০ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, পুলিশ কমিশনারের কাছে যখন মনে হবে যে, তার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় কোনো দল বা ব্যক্তির চলাচল বা শিবির স্থাপন সেখানকার বাসিন্দাদের জন্য বিপদ বা আশঙ্কা সৃষ্টি করছে বা করার সম্ভাবনা রয়েছে অথবা দল বা সংগঠন বা তাদের সদস্যরা বেআইনি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে, তখন তিনি সহিংস কর্মকাণ্ড প্রতিরোধের লক্ষ্যে লিখিত আদেশের মাধ্যমে ওই দল বা সংগঠনের

সদস্যদেরকে উক্ত এলাকায় প্রবেশ বা ফিরে না আসার নির্দেশ দিতে পারবেন। এর পরের ধারায় বলা হয়েছে, পুলিশ কমিশনারের কাছে যখনই মনে হবে যে, কোনো ব্যক্তির গতিবিধি বা কার্যকলাপ অন্যদের জন্য বিপদ বা ক্ষতির কারণ হচ্ছে বা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, অথবা ওই ব্যক্তি বলপ্রয়োগ বা সহিংস অপরাধে জড়িত বা অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করার সঙ্গে জড়িত, তাহলে সহিংস কর্মকাণ্ড প্রতিরোধের জন্য পুলিশ কমিশনার লিখিত আদেশ প্রদানের মাধ্যমে ওই ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মহানগর এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার এবং ওই এলাকায় প্রবেশ বা ফিরে না আসার নির্দেশ দিতে পারবেন। পুলিশ কমিশনার যদি এ ধরনের কোনো আদেশ জারি করে থাকেন, তাহলে সেটি সর্বোচ্চ দুই বছর পর্যন্ত বলবৎ রাখা যাবে বলে অধ্যাদেশটির ৪৩ নম্বর ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রেফতার অভিযান বন্ধ থাকবে?

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশের ৪০, ৪১ এবং ৪৩ নম্বর ধারা একসঙ্গে ব্যবহার করে গণবিজ্ঞপ্তি জারির ঘটনা সিএমপি'র ইতিহাসে এবারই প্রথম। "আই লাভ টু মেক হিস্ট্রি (আমি ইতিহাস গড়তে পছন্দ করি)," বিবিসি বাংলাকে বলেন সিএমপি কমিশনার হাসিব আজিজ। তালিকায় পুলিশ যাদের নাম উল্লেখ করেছে, তাদের মধ্যে অনেকেই দেশে-বিদেশে পলাতক অবস্থায় রয়েছেন। "এই লিস্ট প্রকাশের কারণে এখন সাধারণ মানুষও জানতে পারলো যে, তার এলাকায় কারা পুলিশের তালিকায় আছে। তারাও এখন তথ্য দিতে পারবে। আবার নাম প্রকাশের কারণে অপরাধীরাও একটু ভয় পেলো," বলেন মি. আজিজ। কিন্তু অপরাধীদের ধরতে অভিযান চালানোর পরবর্তী পুলিশ কেন এলাকায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে? "যাদের ধরার, তাদেরকে ইতোমধ্যেই ধরে ফেলা হয়েছে। আবার এমনও অনেক অপরাধী আছে, যাদেরকে অনেক চেষ্টার পরও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাদেরকে ধরা কঠিন কাজ হয়ে পড়েছে," বলেন সিএমপি কমিশনার। "সেজন্য আমরা সব ক'টা ফ্রন্টই ওপেন করে (পথই খুলে) রাখলাম," যোগ করেন হাসিব আজিজ।

সিএমপি কমিশনার বলছেন, আইন মেনেই গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের পদক্ষেপের আদৌ দরকার ছিল কি-না, সেই প্রশ্নও তুলছেন কেউ কেউ। "মাঠে এখন সেনাবাহিনী মোতায়েন আছে এবং সারা দেশে যৌথ অভিযান চলছে। সেখানে এ ধরনের পদক্ষেপের কি আদৌ প্রয়োজন ছিল? আমি মনে করি- ছিল না," বলেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত মেজর এমদাদুল ইসলাম। যদিও পুলিশ দাবি করছে, নিয়মিত অভিযানের পাশাপাশি সিএমপি'র নতুন গণবিজ্ঞপ্তি জারির ফলে তালিকাভুক্ত আসামিদের ধরাটা এখন কিছুক্ষেত্রে সহজ হবে। "অভিযানে ধরতে পারলে তো ধরবোই। সঙ্গে এটাও একটা দিয়ে রাখলাম, যাতে করে এদের ওপর একটা এক্সট্রা সাইকোলজিক্যাল প্রেসার (অতিরিক্ত মানসিক চাপ) কাজ করে। অপরাধীদের ধরার ক্ষেত্রে এটাও কাজে দেবে," বিবিসি বাংলাকে বলেন সিএমপি কমিশনার হাসিব আজিজ। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৮.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

তিন অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের সামনে ছাত্রদলের অবস্থা

একটি বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠী বা দলের পক্ষপাতিত্ব করছে এবং পোস্টাল ব্যালট নিয়ে বিতর্কসহ তিনটি অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের সামনে সকাল থেকে অবস্থান নিয়েছে ছাত্রদল। রোববার ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনের সামনে রাত পর্যন্ত অবস্থান নেওয়ার কথা জানিয়েছেন। পূর্ব নির্ধারিত নির্বাচন কমিশন কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালন করতে সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ তারা ওই ভবনের সামনের সড়কে অবস্থান নেন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল আবেদনের শুনানির শেষ দিন আজ। কর্মসূচিতে ছাত্র কেন্দ্রীয় নেতা-কর্মীরা ছাড়াও ঢাকা মহানগর উত্তর, ঢাকা মহানগর দক্ষিণসহ বিভিন্ন থানা পর্যায়ের বেশ কিছু নেতা-কর্মী অংশ নিয়েছেন। নির্বাচন ভবনের সামনের সড়কে পুলিশ ব্যারিকেডের সামনে তারা অবস্থান নিয়েছেন। ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব বলেন, "আজকের মূল যে ইস্যু হলো ব্যালট পেপার ইস্যু। যেটি আমরা লক্ষ্য করলাম, একটি বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠীর প্রভাব প্রতিপত্তির মাধ্যমে এ ধরনের কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছে এবং যারা এখানে বসে আছে, তাদের অবশ্যই প্রত্যক্ষ ইন্ধনে এবং প্রত্যক্ষ মদদে এই ঘটনাটি ঘটেছে।"(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৮.০১.২০২৬ এলিনা)

সন্ধ্যায় প্রধান উপদেষ্টার সাথে জামায়াতের বৈঠক

অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে রোববার বিকেলে বৈঠক করবে জামায়াতে ইসলামী। জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের নেতৃত্বে চার সদস্যদের একটি প্রতিনিধি দল সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় এই বৈঠকে অংশ নেবেন। রোববার দুপুরে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। এর আগে, গত বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টা সাথে সপরিবারে সাক্ষাৎ করেছিলেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৮.০১.২০২৬ এলিনা)

হাসিনা, টিউলিপ ও রাদওয়ানের দুর্নীতি মামলার রায় ২ ফেব্রুয়ারি

রাজধানীর পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ১০ কাঠা সরকারি প্লট বরাদ্দ নেওয়ার অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, শেখ রেহানার মেয়ে টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক ও ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিকসহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে করা মামলার রায় ঘোষণা করা হবে আগামী ২ ফেব্রুয়ারি। রোববার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ এর বিচারক রবিউল আলম রাষ্ট্রপক্ষ ও আসামিপক্ষের যুক্তি উপস্থাপন শেষে রায় ঘোষণার এই দিন নির্ধারণ করেন। আদালতের পেশকার বেলাল হোসেন বিষয়টি বাসস-কে নিশ্চিত করেছেন। মামলার বিবরণে জানা যায়, ক্ষমতার অপব্যবহার ও

অনিয়মের মাধ্যমে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ১০ কাঠা প্লট বরাদ্দ নেওয়ার অভিযোগে গত বছরের ১৩ জানুয়ারি রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিকের বিরুদ্ধে মামলা করেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সহকারী পরিচালক এস এম রাশেদুল হাসান। ওই মামলায় টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক ও শেখ হাসিনাসহ মোট ১৬ জনকে আসামি করা হয়। পরে তদন্ত শেষে ১৮ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়। এর আগে, গত বছরের ৩১ জুলাই আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন আদালত। এর আগে, গত ২৭ নভেম্বর, প্লট দুর্নীতির অন্য তিন মামলায় বিচার করে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ২১ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন ঢাকার একটি বিচারিক আদালত। যদিও পলাতক অবস্থায় তাদের বিচার হওয়ায় আদালতে তাদের পক্ষে কোনো আইনজীবী ছিল না। একইসাথে তার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল এবং সজীব ওয়াজেদ জয়কে পাঁচ বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, এক লাখ টাকা অর্থদণ্ডও দেওয়া হয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৮.০১.২০২৬ এলিনা)

নির্বাচন কমিশন ভবনের সামনে ছাত্রদলের অবস্থান কর্মসূচিকে ঘিরে বিজিবি মোতায়েন

নির্বাচন কমিশন ভবনের সামনে ছাত্রদলের অবস্থান কর্মসূচিকে ঘিরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। রোববার সকাল এগারোটা থেকে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনের সামনে তিন অভিযোগে এই অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে ছাত্রদলের নেতা - কর্মীরা। বিজিবির মিডিয়া পরিদপ্তরের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এক খুদে বার্তায় তিনি জানিয়েছেন, "আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনের সামনে বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে।" তবে, কত প্লাটুন বা কী সংখ্যক বিজিবির সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি তিনি। পোস্টাল ব্যালট সংক্রান্ত বিভিন্ন রায়ে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পক্ষপাতমূলক নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এমন অভিযোগে ছাত্রদল রাত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবে বলে এর আগে জানিয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৮.০১.২০২৬ এলিনা)

'মব' শব্দ প্রয়োগে সতর্ক হতে বললেন তাজুল ইসলাম, এটা 'থ্রেট' বললেন রুহিন হোসেন প্রিন্স

'মব' শব্দ ব্যবহার করে সুকৌশলে বিপ্লবকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং এই শব্দ প্রয়োগের আগে অবশ্যই সতর্কতার সাথে কাজ করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম। তবে, তার এমন মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন রাজনীতিবিদরা। এমন মন্তব্যকে থ্রেট হিসেবে দেখছেন রাজনীতিবিদরা। রোববার সকালে ঢাকায় সিরডাপ মিলনায়তনে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ আয়োজিত 'বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং আইনের শাসন' শীর্ষক এক সংলাপে এ কথা বলেছেন মি. ইসলাম। কিন্তু, বক্তব্য শেষ করে মি. ইসলাম ওই অনুষ্ঠানের স্থান থেকে চলে যাওয়ার পর, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স তার মন্তব্যকে 'থ্রেট' উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "আপনি আইনের শাসন চান, আবার মবকে উস্কান। তার মানে কী এইটা। নো এইটা বাংলাদেশে চলবে না। এইটা যদি চালাইতে চান, আইনের শাসন চলতে পারে না।" বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজও চিফ প্রসিকিউটরের মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেন। এর আগে, চিফ প্রসিকিউটর মি. ইসলাম বলেন, "মব শব্দটা প্রয়োগের আগে অবশ্যই আমাদেরকে খুব সতর্কতার সাথে কাজ করতে হবে। বাস্তিল দুর্গের পতনকে আপনি রাস্তার ছিনতাইকারীর মবকে একসাথে মেলাতে পারবেন না। গণভবনের পতনের, এই বিপ্লবের যে অর্জন, সেইটার সাথে মব শব্দটা বারবার ব্যবহার করে এই বিপ্লবীদেরকে অথবা বিপ্লব যারা করেছে, তাদেরকে প্রশ্নবিদ্ধ করার কোনো চেষ্টা যদি কোনো মহলের থাকে, আমি বলবো যে, সবারই সংযত হওয়া উচিত। এটা কখনো করবেন না।" যারা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড করে, সেগুলোর কঠোর হাতে দমন করতে হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। "কারণ, জাতির ইতিহাসে সোনালি অর্জনগুলো যেভাবে এসেছে, সেগুলোকে সুকৌশলে সূক্ষ্মভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করার কোনো চেষ্টা গ্রহণযোগ্য হবে না। বাংলাদেশ একটা নতুন ডাইমেনশনে প্রবেশ করেছে। আমরা সেই জায়গা থেকে রাস্তায় যারা ভায়োলেন্স সৃষ্টি করবে, কোনো কারণ ছাড়া অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড, সেটাকে অবশ্যই কঠোর হাতে দমন করতে হবে। কিন্তু, পাশাপাশি বিপ্লবকে প্রশ্নবিদ্ধ করার কোনো আয়োজন, এটাও কিন্তু বরদাস্ত করা যাবে না," বলেন মি. ইসলাম। এই অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক ব্যক্তি, আইনজীবী, মানবাধিকারকর্মী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

এই আলোচনায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতার পাশাপাশি 'মব' প্রসঙ্গ তুলে এটি নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতার সমালোচনা করেন রাজনীতিবিদরা। তাজুল ইসলামের বক্তব্যের আগে, জাতীয় পার্টির মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী 'মব' নিয়ে সরকারের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, "যে-কোনো সময়, যে-কোনো সরকার, যে-কোনো সময়, বিপ্লবের আগে, পরে ইনজাস্টিসকে অ্যালাউ করলে এটা বাউন্স ব্যাক করবেই। এটা অনেককে এনকারেজ করবে। মবকে অ্যালাউ করা হয়েছিল, এখন মব সরকারকে খেয়ে ফেলছে, নির্বাচন কমিশনকে খেয়ে ফেলছে, দেশকেও খেয়ে ফেলতে পারে। সেই সময়ই মবকে কনটেইন না করার ফলাফল আমাদের দিতে হবে।" এরপরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম 'মব' নিয়ে সতর্ক করেন। তাজুল ইসলাম 'মবকে' জাস্টিফায়েড করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন সিপিবির নেতা রুহিন হোসেন প্রিন্স। তিনি বক্তব্য দেওয়ার আগেই সেখান থেকে মি. ইসলাম চলে যান। মি. বলেন, "এখানে ডানপাশে বসা উনি চলে গেছেন। আমার কাছে মনে হলো উনি একটু থ্রেটই করলেন। উনি

থাকলেই কথাটা বলতে চেয়েছিলাম, আমি আশা করি, ওনার কানে আমার এই কথাটা পৌঁছে দেবেন। মবকে জাস্টিফায়েড করলো, হোয়াই?" "আপনি আইনের শাসন চান আবার মবকে উস্কান। তার মানে কী এইটা। নো, এইটা বাংলাদেশে চলবে না। এইটা যদি চালাইতে চান, আইনের শাসন চলতে পারে না," বলেন মি. প্রিন্স। একইসাথে শেখ হাসিনা ও তার নেতা-কর্মীদের বিশেষ ট্রাইবুনালে বিচার না করে একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে বিচার করার সমালোচনা করেন তিনি। এই বিচার প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে বলেও উল্লেখ করেন মি. প্রিন্স।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৮.০১.২০২৬ এলিনা)

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকারী ইউএনওকে শাসানোর ঘটনায় ইউপি চেয়ারম্যান বরখাস্ত

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে শাসানোর ঘটনায় নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার লেংগুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. সাইদুর রহমান ভুঁইয়াকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। রোববার তাকে তার পদ থেকে সাময়িক বরখাস্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে স্থানীয় সরকার বিভাগ। মি. ভুঁইয়া ইউএনওকে শাসিয়ে কথা বলছেন এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হওয়ার পর, এই আদেশটি এলো। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার লেংগুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. সাইদুর রহমান ভুঁইয়া জনপ্রতিনিধি হিসেবে সহযোগিতা করার পরিবর্তে ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি, আদালত চলাকালীন আদালতের প্রতি বিরূপ মন্তব্য এবং আদালত অবমাননা করেছেন। এছাড়াও, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান হিসেবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনারের (ভূমি) উপস্থিতিতে চলমান মোবাইল কোর্টে বাধা প্রদান ও অসম্মান করে তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার ও অসদাচরণ করেছেন বলে এই প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে। উল্লিখিত, এই অভিযোগের কারণে তার ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা প্রয়োগ প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে আইন-বহির্ভূত বলে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে। এতে জানানো হয়েছে, মি. ভুঁইয়া কর্তৃক সংঘটিত অপরাধমূলক কার্যক্রম ইউনিয়ন পরিষদসহ জনস্বার্থের পরিপন্থি বিবেচনায় স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন-এর ঘ ধারায় অপরাধ সংঘটিত করায় একই আইন অনুযায়ী তাকে স্বীয় পদ থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৮.০১.২০২৬ এলিনা)

একটি রাজনৈতিক দল বিভিন্ন এলাকা থেকে ভোটারদের ঢাকায় স্থানান্তর করে আনছে : বিএনপি

দেশের বিভিন্ন এলাকা ভোটারদের ঢাকা মহানগরীর নির্বাচনি এলাকায় স্থানান্তর করে নিয়ে এসে প্রার্থীদের বিজয়ী করার জন্য একটি রাজনৈতিক দল কৌশল নিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি। বুধবার সন্ধ্যায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনে গিয়ে কমিশনারদের সাথে দেখা করেন। পরে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাংবাদিকদের কাছে কমিশনের সাথে আলাপের বিষয় তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "ঢাকা মহানগরী এলাকার বিভিন্ন নির্বাচনি এলাকায় একটি রাজনৈতিক দল তাদের মনোনীত সমর্থিত প্রার্থীদের নির্বাচনে বিজয়ী করার অনৈতিক কূটকৌশল অবলম্বন করে ব্যাপক হারে দেশের ভিন্ন ভিন্ন এলাকা হতে ভোটার এলাকা পরিবর্তন পূর্বক ঢাকা মহানগর এলাকার ভোটার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।" "মোট কত সংখ্যক ভোটার, কোন কোন এলাকা থেকে ঢাকা মহানগরীর কোন কোন সংসদীয় নির্বাচনি এলাকায়, কী কারণে স্থানান্তর হয়েছেন, সেই ভোটারদের বিস্তারিত বিবরণ জরুরি ভিত্তিতে আমাদের সরবরাহ করার জন্য আমরা অনুরোধ করেছি।" এটি ছাড়াও আরো কিছু অভিযোগ জানিয়েছে বিএনপি। বিএনপি মহাসচিব বলেন, "জামায়াতের নির্বাচনি কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিকাশ নম্বর, এনআইডির কপি সংগ্রহ করছে, যা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ভঙ্গ, ক্রিমিন্যাল অফেন্স। এই বিষয়ে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত বলে আমরা আহ্বান জানিয়েছি।" "বিএনপি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডে বিশ্বাসী, এই কারণে আমাদের চেয়ারম্যান ব্যক্তিগত সফর বাতিল করেছেন। অথচ বিভিন্ন রাজনীতিক দলের দলীয় প্রধানসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা প্রতিনিয়ত আচরণবিধি ভঙ্গ করে দলীয় প্রচারণা চালাচ্ছে। এই বিষয়েও জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমরা অনুরোধ জানিয়েছি।" মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, "বিভিন্ন নির্বাচনি এলাকার রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, পুলিশ সুপার, ওসিসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ একটি দলের পক্ষে কেউ কেউ কাজ করছেন বলে আমরা অভিযোগ পেয়েছি। তদন্তপূর্বক তাদের প্রত্যাহার করার জন্য বিএনপির পক্ষ থেকে অভিযোগ জানানো হয়েছে।" একই অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে বিএনপি। পোস্টাল ব্যালটে বিএনপির মার্কা ঠিকভাবে ছাপানোর পরে এসব ব্যালট বিতরণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছে বিএনপি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৮.০১.২০২৬ এলিনা)

এনএইচকে

গ্রিনল্যান্ড বিষয়ে সমর্থন দেওয়া নিয়ে ইউরোপীয় আটটি দেশের উপর শুল্ক ঘোষণা ট্রাম্পের

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, গ্রিনল্যান্ডের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার তার ইচ্ছার বিরোধিতাকারী ডেনমার্কসহ আরও সাতটি ইউরোপীয় দেশের বিরুদ্ধে শুল্ক ঘোষণা করেছেন। ট্রাম্প জোর দিয়ে বলেন, "ডেনমার্কের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" ডেনমার্ক, তার অধিগ্রহণ পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করে আসছে। শনিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রাম্প বলেন যে, ১ ফেব্রুয়ারি থেকে আটটি দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো "যে-কোনো এবং সমস্ত পণ্যের" উপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। শুল্ক আরোপ করা দেশগুলোর মধ্যে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, ১ জুন থেকে শুল্ক ২৫ শতাংশে উন্নীত করা হবে। পর্যবেক্ষকদের

বিশ্বাস, প্রস্তাবিত শুল্ক হার বর্তমানে কার্যকর শুল্কের অতিরিক্ত হবে। ট্রাম্প লিখেন যে, "গ্রিনল্যান্ডের সম্পূর্ণ এবং পুরোপুরি ক্রয়ের একটি চুক্তিতে পৌঁছানো পর্যন্ত এই শুল্ক প্রযোজ্য ও প্রদেয় থাকবে।" এই পদক্ষেপের কারণ সম্পর্কে ট্রাম্প বলেন, আটটি দেশ "অজ্ঞাত উদ্দেশ্যে গ্রিনল্যান্ড গিয়েছে।" তিনি আরও বলেন, "এটি আমাদের গ্রহের সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতি।" ধারণা করা হচ্ছে যে, ট্রাম্প ডেনমার্কের সামরিক মহড়ার জন্য এই দেশগুলোর গ্রিনল্যান্ডে সৈন্য পাঠাতে সম্মত হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করছিলেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার এক বিবৃতিতে বলেন যে, "ন্যাটো মিত্রদের সম্মিলিত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মিত্রদের উপর শুল্কারোপ করা সম্পূর্ণ ভুল।" তিনি ইঙ্গিত দেন যে, ব্রিটেন সরাসরি মার্কিন প্রশাসনের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবে। ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বলেন যে, "কোনও ভয় দেখানো বা হুমকি আমাদের প্রভাবিত করতে পারবে না, সেটি না ইউক্রেনে, না গ্রিনল্যান্ডে, না বিশ্বের অন্য কোথাও।" তিনি বলেন, "শুল্ক হুমকি অগ্রহণযোগ্য" এবং প্রতিশ্রুতি দেন, "যদি নিশ্চিত করা হয় তবে, ইউরোপীয়রা ঐক্যবদ্ধ এবং সমন্বিতভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে।"(এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ১৮.০১.২৬ রনি)

জাগো নিউজ

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শহিদ ও আহতরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা : তারেক রহমান

জুলাই-আগস্টের আন্দোলনে যারা শহিদ ও আহত হয়েছেন, তারা সবাই মুক্তিযোদ্ধা বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধারা দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন, ঠিক তেমনি ২০২৪ সালে জুলাই যোদ্ধারা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেছেন। বিএনপি চেয়ারম্যান আরও বলেন, একটি নিরাপদ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হলে ভবিষ্যতেও আমাদের শোক সমাবেশ ও শোকগাথাই লিখতে হবে। তাই আর শোক সমাবেশ নয়, আসুন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিজয়গাথা রচনা করি। রোববার রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ ও আহতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। সভায় জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ ও আহত ১ হাজার ৪০০ পরিবারের সদস্যদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান। এতে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আব্দুস ছাত্তার পাটোয়ারী ও তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান উপস্থিত ছিলেন। তারেক রহমান বলেন, বিএনপি সরকার গঠন করলে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি পৃথক বিভাগ গঠন করা হবে, যার দায়িত্ব থাকবে জুলাই শহিদ পরিবার ও আহত যোদ্ধাদের দেখ-ভাল করা। আমরা হারানো স্বজনকে ফিরিয়ে দিতে পারবো না, কিন্তু তাদের পরিবারের কষ্ট লাঘবে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব অবশ্যই পালন করবো। তারেক রহমান আরও বলেন, দীর্ঘ দেড় দশকের ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে হাজার হাজার মানুষ গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। শুধু জুলাই গণ-অভ্যুত্থানেই দেড় হাজারের বেশি মানুষ শহিদ এবং প্রায় ৩০ হাজার মানুষ আহত হয়েছেন। অনেকেই চিরতরে পঙ্গুত্ববরণ করেছেন। এ হত্যাকাণ্ডকে এককথায় গণহত্যা বলা যায়। তিনি বলেন, ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থান কোনো দল বা গোষ্ঠীর আন্দোলন নয়, এটি ছিল দল-মত-ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের গণআন্দোলন। এ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ;১৮.০১.২০২৬ আসাদ)

দেশে জঙ্গিবাদ-চরমপন্থি আগের তুলনায় অনেক কমেছে : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থি আগের তুলনায় অনেক কমেছে। জঙ্গিবাদ এখন নাই বললেই চলে। তবে ফ্যাসিস্ট জঙ্গি রয়েছে, যদিও তারা অন্যান্য দেশে অবস্থান করছে। এ ধরনের ফ্যাসিস্ট জঙ্গিগুলোকে ফেরত এনে আইনের মুখোমুখি করতে চাই। রোববার সকালে, রাজশাহীর সারদা পুলিশ অ্যাকাডেমিতে সহকারী পুলিশ সুপারদের সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, পুলিশের লুট হওয়া যে-সব অস্ত্র এখনো উদ্ধার হয়নি, সেগুলো নির্বাচনের সময় ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না- এটা আমি নিশ্চিত করছি। সীমান্ত দিয়ে কিছু অস্ত্র প্রবেশের চেষ্টা হলেও, সেগুলো নিয়মিত উদ্ধার করা হচ্ছে। তিনি জানান, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে প্রথমবারের মতো সব আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, যাতে কোনো দুষ্টচক্র সহিংসতা সৃষ্টি করতে না পারে। পুলিশের মধ্যে ভয় কাজ করছে- এমন অভিযোগ নাকচ করে তিনি বলেন, পুলিশের মধ্যে কোনো ভয় নেই। বরং তারা আরও বেশি উদ্যম ও পেশাদারিত্ব নিয়ে নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করবে। পুলিশ কমিশন আইন প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এই আইন জনগণের স্বার্থে করা হয়েছে। এর মাধ্যমে একটি জনবান্ধব পুলিশ ব্যবস্থা গড়ে তোলাই সরকারের লক্ষ্য। পুলিশ কোনো রাজনৈতিক দলের রক্ষক নয়, তারা জনগণের সেবক।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৮.০১.১০২৬ আসাদ)

ইউএনওকে 'শাসানোয়' সেই ইউপি চেয়ারম্যান বরখাস্ত

ভ্রাম্যমাণ আদালত চলাকালীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে শাসানোয় নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার লেংগুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. সাইদুর রহমান ভুঁইয়াকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। রোববার তাকে সাময়িক

বরখাস্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে স্থানীয় সরকার বিভাগ। সাইদুর রহমান কলমাকান্দা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদকও। প্রজ্ঞাপন বলা হয়েছে, নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার লেংগুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. সাইদুর রহমান ভুঁইয়া জনপ্রতিনিধি হিসেবে সহযোগিতা করার পরিবর্তে ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি, আদালত চলাকালীন আদালতের প্রতি বিরূপ মন্তব্য এবং আদালত অবমাননা করেছেন। এছাড়াও, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান হিসেবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনারের উপস্থিতিতে চলমান মোবাইল কোর্টে বাধা প্রদান ও অসম্মান করে তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার ও অসদাচরণ করেছেন। এসব অভিযোগের কারণে তার ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা প্রয়োগ প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে আইন-বহির্ভূত উল্লেখ করে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, মো. সাইদুর রহমান ভুঁইয়ার সংঘটিত অপরাধমূলক কার্যক্রম ইউনিয়ন পরিষদসহ জনস্বার্থের পরিপন্থি বিবেচনায় স্থানীয় সরকার আইন অনুযায়ী, তাকে স্বীয় পদ থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ;১৮.০১.২০২৬ আসাদ)

নিরাপত্তা জোরদার, নির্বাচন কমিশনের সামনে বিজিবি মোতায়েন

প্রবাসীদের কাছে পাঠানো পোস্টাল ব্যালটের ভাঁজে ধানের শীষসহ তিন ইস্যুর প্রতিবাদে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। দাবি না মানলে সারারাত ইসি ঘেরাও করে বসে থাকার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ছাত্রদল সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব। ফলে নিরাপত্তা জোরদারে নির্বাচন কমিশন ভবনের সামনে মোতায়েন করা হয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি সদস্যদের। রোববার বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন। মো. শরীফুল ইসলাম বলেন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনের সামনে বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ;১৮.০১.২০২৬ আসাদ)

চট্টগ্রাম-২ আসনে বিএনপির সারোয়ার আলমগীরের প্রার্থিতা বাতিল

ঋণখেলাপি হওয়ায় চট্টগ্রাম-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী সারোয়ার আলমগীরের প্রার্থিতা বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশনের আপিল বিভাগ। রোববার আগারগাঁও নির্বাচন ভবন মিলনায়তনে আপিল শুনানিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিএনপির প্রার্থীর মনোনয়নপত্র গ্রহণের বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন একই আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মো. নুরুল আমিন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ;১৮.০১.২০২৬ আসাদ)

সংস্কারের পক্ষে কথা বলা বর্তমান সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব : সিএ প্রেস উইং

সংস্কারের প্রতি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও প্রধান উপদেষ্টার সমর্থন গণতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার। রোববার দুপুরে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রেস উইংয়ের পক্ষ থেকে তিনি গণমাধ্যমকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার বিষয়ে জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫ বাস্তবায়নের ওপর আসন্ন গণভোটে 'হ্যাঁ' ভোটের পক্ষে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের প্রকাশ্য সমর্থন একটি অন্তর্বর্তী প্রশাসনের নিরপেক্ষতার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে বলে সম্প্রতি কিছু মন্তব্যে বলা হয়েছে। এই উদ্‌বেগ আলোচনাযোগ্য হলেও, বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতা, অন্তর্বর্তী সরকারের ম্যান্ডেট এবং আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক চর্চার আলোকে মূল্যায়ন করলে এ ধরনের সমালোচনার ভিত্তি নেই। বাংলাদেশের এই সংকটময় সময়ে নীরবতা, নিরপেক্ষতার প্রতীক নয়, বরং তা দায়িত্বশীল নেতৃত্বের অভাবই ফুটিয়ে তোলে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ;১৮.০১.২০২৬ আসাদ)

৭ আসনে প্রার্থী ঘোষণা এনসিপির, কোন আসনে কে লড়বেন

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন নির্বাচনি ঐক্যে থাকা জাতীয় নাগরিক পার্টি সমঝোতায় পাওয়া ৩০টি আসনের মধ্যে ২৭টিতে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। বাকি তিনটি আসনে শিগ্‌গির প্রার্থী চূড়ান্ত করা হবে বলে দলটি জানিয়েছে। রোববার এনসিপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে ২৭ আসনে এনসিপির প্রার্থীদের নাম ও ছবিসংবলিত পোস্টার পোস্ট করা হয়েছে। ফেসবুক পোস্টে প্রার্থীদের পক্ষে 'শাপলা কলি' প্রতীকে ভোট চেয়েছে দলটি। চূড়ান্ত হওয়া এনসিপির প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা-১১ আসনে দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, রংপুর-৪ আসনে সদস্য সচিব আখতার হোসেন, কুমিল্লা-৪ আসনে দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ, পঞ্চগড়-১ আসনে উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, ঢাকা-৮ আসনে মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও নোয়াখালী-৬ আসনে দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদ নির্বাচন করছেন। দিনাজপুর-৫ আসনে মো. আবদুল আহাদ, নোয়াখালী-২ আসনে সুলতান মুহাম্মদ জাকারিয়া, ঢাকা-১৯ আসনে দিলশানা পারুল, ঢাকা-২০ আসনে নাবিলা তাসনিদ, কুড়িগ্রাম-২ আসনে আতিক মুজাহিদ, ময়মনসিংহ-১১ আসনে জাহিদুল ইসলাম, টাঙ্গাইল-৩ আসনে সাইফুল্লাহ হায়দার, ঢাকা-৯ আসনে জাবেদ রাসিন, গাজীপুর-২ আসনে আলী নাছের খান, মুন্সিগঞ্জ-২ আসনে মাজেদুল ইসলাম, পিরোজপুর-৩ আসনে শামীম হামিদী এবং নাটোর-৩ আসনে এস এম জার্জিস কাদির 'শাপলা কলি' প্রতীকে লড়বেন। এছাড়া, ঢাকা-১৮ আসনে আরিফুল ইসলাম আদীব, লক্ষ্মীপুর-১ আসনে মাহবুব আলম, সিরাজগঞ্জ-৬ আসনে এস এম সাইফ মোস্তাফিজ, নরসিংদী-২ আসনে সারোয়ার তুষার, নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনে আবদুল্লাহ আল-আমিন, পার্বত্য বান্দরবান আসনে এস এম সুজা উদ্দিন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে মওলানা আশরাফ মাহদী, চট্টগ্রাম-৮ আসনে জোবাইরুল হাসান আরিফ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনে মোহাম্মদ আতাউল্লাহ এনসিপির প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে

লড়বেন। আসন্ন নির্বাচনে ঐক্যের শরিক হিসেবে এনসিপি ৩০ আসনে নির্বাচন করছে, যদিও তাদের ৪৭ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ;১৮.০১.২০২৬ আসাদ)

দাবি না মানলে ইসি ঘেরাও করে সারারাত বসে থাকবো : ছাত্রদল সভাপতি

প্রবাসীদের কাছে পাঠানো পোস্টাল ব্যালটের ভাঁজে ধানের শীষসহ তিন ইস্যুর প্রতিবাদে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) প্রধান কার্যালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। ছাত্রদল সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব বলেন, দাবি না মানলে সারারাত ইসি ঘেরাও করে বসে থাকবো। রোববার বেলা ১১টার দিকে ইসি কার্যালয়ের সামনে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা অবস্থান নেন। তারা বলেন, দাবি না মানা পর্যন্ত দরকার হলে রাতভর এ অবস্থান কর্মসূচি চলবে। কর্মসূচিতে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব, সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছিরসহ সংগঠনটির শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত আছেন। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব বলেন, নির্বাচনের ব্যালটের ভাঁজে ধানের শীষ রাখা হয়েছে, এটা ষড়যন্ত্র। রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ প্রভাব ও হস্তক্ষেপে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের নজিরবিহীন ও বিতর্কিত প্রজ্ঞাপন জারি, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক চর্চার জন্য অশনিসংকেত। এটা কীসের ভিত্তিতে করা হলো, আমরা এর জবাব চাই। দাবি না মানা হলে এই কর্মসূচি রাতদিন সমানভাবে চলবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ;১৮.০১.২০২৬ আসাদ)

চীনের সম্মতি পেলেই শুরু হবে তিস্তা মহাপরিকল্পনার কাজ : সৈয়দা রিজওয়ানা

দেশের সর্ববৃহৎ তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিয়ে এরইমধ্যে অন্তর্বর্তী সরকার চীনের কাছে সব কাগজপত্র পাঠিয়েছে। অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়েও চূড়ান্ত আলোচনা সম্পন্ন করেছে। চীনা সরকারের বিশেষজ্ঞ দল যাচাই-বাছাই করছে। এখন তাদের সম্মতি পেলেই তিস্তা মহাপরিকল্পনার কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে নীলফামারীতে গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে মতবিনিময় সভায় অংশ নিতে ঢাকা থেকে সৈয়দপুর বিমানবন্দরে নেমে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি এসব কথা বলেন। উপদেষ্টা বলেন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে অন্তর্বর্তী সরকারের পাশাপাশি জনগণেরও দায়িত্ব রয়েছে। পরে তিনি সড়কপথে নীলফামারীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৮.০১.১০২৬ আসাদ)

দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুসরণের দাবি

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে, দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকা প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সংবিধান ও সুপ্রিম কোর্টের আদেশ লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বরাবর একটি লিখিত আবেদন জমা দিয়েছেন মামুন হাওলাদার নামে এক সচেতন নাগরিক। আবেদনে দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণের দাবি জানানো হয়েছে। রোববার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে এই আবেদন জমা দেওয়া হয়। আবেদনকারী মামুন হাওলাদার চিঠিতে উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৬(২)(গ) অনুচ্ছেদ এবং ১৯৭২ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী, কোনো বিদেশি নাগরিক বা দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকা ব্যক্তি সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন না। সংবিধান অনুযায়ী, বিদেশি নাগরিকত্ব ত্যাগের পর একজন ব্যক্তি প্রার্থী হওয়ার যোগ্য হন। তবে, হাইকোর্ট বিভাগের ১৬৪৬৩/২০২৩ নম্বর রিট পিটিশনের আদেশের প্রসঙ্গ টেনে আবেদনে বলা হয়, নাগরিকত্ব ত্যাগের আবেদন গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত আবেদনকারী ব্যক্তি বিদেশি নাগরিক হিসেবেই বিবেচিত হবেন। কেবল আবেদন দাখিল করাই নাগরিকত্ব ত্যাগের প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট নয়। এই আদেশ বর্তমানে আপিল বিভাগেও বহাল রয়েছে। আবেদনে অভিযোগ করা হয়, সম্প্রতি আপিল শুনানিতে নির্বাচন কমিশন দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকা প্রার্থীদের কাছ থেকে কেবল একটি 'অঙ্গীকারনামা' গ্রহণ করছে। যেখানে প্রার্থীরা উল্লেখ করছেন যে, তারা নাগরিকত্ব ত্যাগের আবেদন করেছেন এবং তা প্রক্রিয়াধীন। এই প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে কমিশন তাদের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করছে, যা স্পষ্টত সংবিধান এবং হাইকোর্টের রায়ের পরিপন্থি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৮.০১.১০২৬ আসাদ)

দ্বৈত নাগরিকত্বের তথ্য গোপন : প্রার্থিতা হারালেন বিএনপির গফুর

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্বের তথ্য গোপন করায় কুমিল্লা-১০ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আবদুল গফুর ভুঁইয়ার প্রার্থিতা বাতিল হয়েছে নির্বাচন কমিশনের আপিল শুনানিতে। রোববার নির্বাচন ভবন মিলনায়তনে আপিল শুনানিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর আগে, সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তা আবদুল গফুরের মনোনয়নপত্র বৈধ করেছিলেন। বিএনপির মনোনয়ন বোর্ডের বৈঠকে আবদুল গফুর ভুঁইয়াকে কুমিল্লা-১০ (নাঙ্গলকোট ও লালমাই) আসনের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু আবদুল গফুর ভুঁইয়া দ্বৈত নাগরিকত্বের কোনো তথ্য ইসিতে জমা দেননি। যে কারণে প্রার্থিতা হারালেন আবদুল গফুর। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৮.০১.১০২৬ আসাদ)

ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশ চূড়ান্ত : শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ চূড়ান্ত করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ পর্যায়ের সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে চূড়ান্ত খসড়া রোববার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হয়েছে। দ্রুততম সময়ে অধ্যাদেশটি যথাযথ

কর্তৃপক্ষের অনুমোদন হবে বলে জানা গেছে। রোববার বিকেলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ বিভাগের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ চূড়ান্তকরণের পূর্বে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগকে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগের মতামত সংগ্রহ, ওয়েবসাইটে প্রকাশের মাধ্যমে সর্বসাধারণের মতামত গ্রহণ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী-সুশীল সমাজের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠান, বিশেষজ্ঞদের অভিমত গ্রহণ-এর মতো বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম করতে হয়েছে। এতে আরও বলা হয়, অধ্যাদেশের খসড়া চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে সবার যৌক্তিক প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটিয়ে এবং উদ্‌বেগসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার উপযোগী কাঠোমা নির্ধারণ করাই ছিল মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের মূল লক্ষ্য। সবার ধৈর্যশীল সহযোগিতা এবং গঠনমূলক ভূমিকার কারণেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় জটিল এ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ সময়ে সময়ে প্রেস রিলিজের মাধ্যমে ধারাবাহিক অগ্রগতির তথ্য সর্বসাধারণকে অবহিত করেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৮.০১.১০২৬ আসাদ)

রাজধানীর দুই থানা এলাকায় পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১৫

রাজধানীর হাতিরঝিল ও উত্তরা পূর্ব থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রোববার (১৮ জানুয়ারি) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। হাতিরঝিল থানার বরাত দিয়ে ডিসি তালেবুর রহমান বলেন, গতকাল শনিবার (১৭ জানুয়ারি) হাতিরঝিল থানা পুলিশ অত্র থানাধীন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে সাতজনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন- মো. রানা (২৩), জহিরুল হাওলাদার (২৫), মো. সিরাজুল ইসলাম (৫৫), রাজেশ কুমার (৩০), মো. তানভির হাসীব চৌধুরী, মো. ইয়াছিন আরাফাত (১৯) ও মো. সজীব হোসেন (৩০)। উত্তরা পূর্ব থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, একই দিনে উত্তরা পূর্ব থানা পুলিশ অত্র থানাধীন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে আটজনকে গ্রেফতার করে। তারা হলেন- জি এম হোসেন আলী (২৫), মো. শফিকুল (২৯), মো. আকাশ ইসলাম (১৯), মো. মামুনুর রশীদ (৩০), মো. আলম (২০), মো. শাওন (১৯), মো. মারুফ (২৫) ও মো. নুর আলম (২০)। গ্রেফতার ব্যক্তিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৮.০১.২০২৬ রিহাব)

মনোনয়ন বৈধ করলাম, ব্যাংকের টাকাটা কিন্তু দিয়ে দিয়েন

চট্টগ্রাম-৪ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আসলাম চৌধুরীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) আপিল শুনানি। এ সময় নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বলেন, মনোনয়নপত্র বৈধ করলাম। ব্যাংকের টাকাটা (ঋণটা) দিয়ে দিয়েন। টাকাটা না দিলে কিন্তু জনরোষ তৈরি হবে। মানুষ হিসেবে এটা আপনাকে বললাম। জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের যাচাই-বাছাইয়ে মনোনয়ন বাতিল হওয়া প্রার্থীদের আপিল শুনানির শেষ দিন রোববার (১৮ জানুয়ারি) বিএনপি প্রার্থী আসলামের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়। আসলাম চৌধুরীর শুনানির সময় উভয়পক্ষের যুক্তি-তর্ক হয় দীর্ঘক্ষণ। আপিল শুনানিতে বিএনপির প্রার্থীর পক্ষে দাঁড়ান বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল। তিনি বলেন, বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আসলাম চৌধুরী নিজে ঋণ নেননি তিনি গ্যারান্টার। এর আগে, ঋণ খেলাপির অভিযোগ তুলে বিএনপির প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিলের জন্য জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মো. আনোয়ার ছিদ্দিক আপিল করেছিলেন। দুই পক্ষের আইনজীবী দীর্ঘ সময় যুক্তি-তর্ক শেষে ইসির আপিল শুনানি শেষে জামায়াত প্রার্থীর আপিল না মঞ্জুর করে। এর ফলে, প্রার্থীতা বহাল থেকে যায় বিএনপির প্রার্থী আসলাম চৌধুরীর। তবে, এর পরে সবাই হট্টগোল শুরু করে। আপিল শুনানিতে একজন দাঁড়িয়ে বলেন, হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ খেলাপি প্রমাণিত হওয়ার পরও আসলাম চৌধুরীর মনোনয়নপত্র বৈধ হলো। এটা হতে পারে না। জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মো. আনোয়ার ছিদ্দিকের পক্ষে আইনজীবী হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন ব্যারিস্টার শাহরিয়ার কবির। তিনি বলেন, উনি (আসলাম চৌধুরীর) কনভিক্টেড। ইসি কোনোভাবেই উনার প্রার্থিতা বহাল করতে পারে না। আমরা ইসিতে ন্যায়বিচার পাইনি, উচ্চ আদালতে রিট করবো। চট্টগ্রাম-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী ও দলের চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা লায়ন আসলাম চৌধুরীর স্থাবর ও অস্থাবর মিলে প্রায় ৪৫৬ কোটি ৯৫ লাখ ৭ হাজার টাকার সম্পদ রয়েছে। তবে, তার ঋণ চট্টগ্রামের অন্যান্য প্রার্থীদের চেয়ে সবচেয়ে বেশি। বর্তমানে তার সর্বমোট ঋণ রয়েছে ১ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে, পাঁচটি ব্যাংকে ও অন্যান্য মিলে তার ঋণ রয়েছে ৩৫৪ কোটি ৪১ লাখ ৬৩ হাজার ২৬৯ টাকা। এছাড়াও, জামিনদার হিসেবে তার ঋণের পরিমাণ ১,০৫৯ কোটি টাকা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ডিরেক্টর হিসেবে ২৮৫ কোটি টাকা। তার ঋণের পরিমাণ সম্পদের তুলনায় ২৪ দশমিক ২৫ গুণ বেশি। যদিও বিএনপির এই নেতা এসব ঋণে বেশিরভাগই জামিনদার ও ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে হয়েছেন বলে হলফনামায় উল্লেখ করেছেন। মনোনয়নপত্রের সঙ্গে দেওয়া হলফনামা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, আসলাম চৌধুরীর ঋণ বেশি হলেও, তার নগদ অর্থও সবচেয়ে বেশি। বর্তমানে তার কাছে নগদ অর্থ রয়েছে ১১ কোটি টাকা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৮.০১.২০২৬ রিহাব)

জামায়াত কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিকাশ-এনআইডি নম্বর সংগ্রহ করছেন

জামায়াত কর্মীরা ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিকাশ নম্বর এবং এনআইডি নম্বর সংগ্রহ করছেন বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। রোববার (১৮ জানুয়ারি) নির্বাচন কমিশন ভবনে সিইসির সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি এসব কথা বলেন। মির্জা ফখরুল বলেন, নির্বাচন কমিশন অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ আচরণ করেছে। পোস্টাল ব্যালট যেভাবে করা হয়েছে, তা সঠিক নয়। কোনো একটা দলকে ব্যালট পেপারে সুবিধা দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমরা অনেক বিষয়ে তুলেছি ইসির সামনে। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড গঠন হোক আমরা চাই। যে কারণে আমাদের পার্টির চেয়ারম্যান ব্যক্তিগত সফর বাতিল করেছেন। কমিশনের কিছু কর্মকর্তা একটা দলের হয়ে কাজ করছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৮.০১.২০২৬ রিহাব)

গুলশান-বনানীর অবৈধ সিসা লাউঞ্জ বন্ধে রিট

রাজধানীর অভিজাত এলাকা গুলশান ও বনানীর অনুমোদনবিহীন সিসা লাউঞ্জ বন্ধের নির্দেশনা চেয়ে রিট দায়ের করা হয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশিত এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন যুক্ত করে রোববার (১৮ জানুয়ারি) হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় ন্যাশনাল ল' ইয়ার্স কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এস এম জুলফিকার আলী জুনু এ রিট দায়ের করেন। রিটে স্বরাষ্ট্র সচিব, পুলিশের আইজি, র‍্যাব প্রধান, ডিএমপি কমিশনারসহ সংশ্লিষ্টদের বিবাদী করা হয়েছে। এর আগে, গত ৮ জানুয়ারি রাজধানীর অভিজাত এলাকায় অনুমোদনবিহীন মাদক সিসা ও সিসা লাউঞ্জ বন্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে ন্যাশনাল ল' ইয়ার্স কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এস এম জুলফিকার আলী জুনু সরকার সংশ্লিষ্টদের প্রতি লিগ্যাল নোটিশ পাঠান। নোটিশে পত্রিকায় প্রকাশিত এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন সংযুক্ত করা হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৮.০১.২০২৬ রিহাব)

ওসমান হাদি হত্যায় রাষ্ট্রের একটি অংশ জড়িত

ইনকিলাব মঞ্চের শহিদ মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি হত্যার সঙ্গে রাষ্ট্রের একটি অংশ জড়িত বলে অভিযোগ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি সাদিক কায়েম। তিনি বলেন, এই হত্যাকাণ্ডের বিচার স্বাধীন বাংলাদেশেই নিশ্চিত করা হবে। রোববার (১৮ জানুয়ারি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) টিএসসির পায়রা চত্বরে আয়োজিত শহিদ ওসমান হাদি স্মৃতি বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে সাদিক কায়েম এ অভিযোগ করেন। বক্তব্যের শুরুতে তিনি আল্লাহর রাস্তায় জীবন উৎসর্গকারী সব শহিদকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে বলেন, শহিদরা মৃত নন, তারা আল্লাহর কাছে জীবিত এবং রিজিকপ্রাপ্ত। সাদিক কায়েম বলেন, শহিদ ওসমান হাদি শুধু বক্তৃতা ও বিবৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। তিনি কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন লড়াইটা কার বিরুদ্ধে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে ইনকিলাব সেন্টার থেকে শুরু করে দেশব্যাপী মানুষের অব্যক্ত কথাগুলো তিনি সাহসের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। ডাকসুর ভিপি আরও বলেন, ইনসাফভিত্তিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত শহিদ ওসমান হাদির রক্ত বৃথা যেতে দেওয়া হবে না। সাদিক কায়েম বলেন, ওসমান হাদির লড়াই ছিল একটি সাংস্কৃতিক লড়াই। রাজনৈতিক আজাদি অর্জিত হলেও, সাংস্কৃতিক আজাদি এখনো অর্জিত হয়নি। মিডিয়ায় এখনো এমন চক্র সক্রিয় রয়েছে, যারা জুলাই বিপ্লবের যোদ্ধাদের হত্যাযোগ্য হিসেবে উপস্থাপন করছে এবং খুনি হাসিনাসহ আধিপত্যবাদী শক্তিকে পুনর্বাসনের চেষ্টা করছে। ইনকিলাব মঞ্চের ঢাবি শাখার মুখপাত্র ও ডাকসুর মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক তাসনিম জুমা বলেন, সবাই শহিদ ওসমান হাদির সিলসিলা জারি রাখার কথা বলে। এই সিলসিলা জারি রাখার পূর্বশর্ত হলো তার হত্যার বিচার নিশ্চিত করা। শহিদ ওসমান হাদি নিজের জীবনের মাধ্যমে অনেককে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছেন। তার কারণে অনেকের জীবন নিরাপদ আছে। যাদের জীবন নিরাপদ আছে, তাদের বিভিন্ন জায়গায় কথা বলতে দেখি, তার নাম নিয়ে ভোট চাইতে দেখি, কিন্তু বিচারের কথা বলতে দেখি না। দ্রুত সময়ে হাদি হত্যার বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানান তাসনিম জুমা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৮.০১.২০২৬ রিহাব)

মান্নাকে দেখতে হাসপাতালে মির্জা ফখরুল

রাজধানীর শাহবাগে অবস্থিত বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্নাকে দেখতে গেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। রোববার (১৮ জানুয়ারি) দুপুরে হাসপাতালে পৌঁছে মান্নার শারীরিক অবস্থার খোঁজ-খবর নেন মির্জা ফখরুল। মান্নার দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন তিনি। এ সময় বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৮.০১.২০২৬ রিহাব)

দেশের জন্য কিছু করার আন্তরিকতা সবার থাকা উচিত : জাইমা রহমান

দেশের জন্য কিছু করার আন্তরিকতা সবার মধ্যে থাকা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মেয়ে ব্যারিস্টার জাইমা রহমান। রোববার (১৮ জানুয়ারি) রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে ঢাকা ফোরাম আয়োজিত 'জাতি গঠনে নারী: নীতি, সম্ভাবনা এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। আলোচনা সভায় জাইমা রহমান বলেন, উপস্থিত সবাই একরকম নন। সবার আদর্শ, অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। তারপরও সবাই একসঙ্গে বসে আলোচনা করছেন, একে অপরের কথা শুনছেন। দেশের জন্য, দেশের

মানুষের জন্য ভাবছেন বলেই এই একত্র হওয়া সম্ভব হয়েছে। ভিন্নমত নিয়েই একসঙ্গে কথা বলা এবং শোনা- এটাই গণতন্ত্রের আসল সৌন্দর্য। তিনি জানান, ভিন্ন এক অনুভূতি ও আবেগ নিয়ে তিনি এখানে দাঁড়িয়েছেন। বাংলাদেশের নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে এটিই তার প্রথম বক্তব্য। তিনি এমন কেউ নন, যার কাছে সব প্রশ্নের উত্তর বা সব সমস্যার সমাধান আছে। তবে, নিজের ছোট জায়গা থেকে হলেও, সমাজ ও দেশের জন্য কিছু করার আন্তরিকতা সবার মধ্যে থাকা উচিত বলে তিনি বিশ্বাস করেন। জাইমা আরও জানান, আজ তিনি এসেছেন শুনতে, শিখতে এবং একসঙ্গে কাজ করার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে যেতে। নারীদের অংশগ্রহণ ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয় উল্লেখ করে জাইমা রহমান বলেন, জনসংখ্যার অর্ধেক অংশকে একপাশে রেখে বাংলাদেশ বেশিদূর এগিয়ে যেতে পারবে না।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৮.০১.২০২৬ রিহাব)

'হ্যাঁ' ভোট দিতে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রচারণা চালানো হবে

আসন্ন গণভোটে শিক্ষার্থীদের 'হ্যাঁ' ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করতে দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল ও মাদরাসা পর্যায়ে প্রচারণা চালানো হবে। প্রচারণার অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের মাঝে পরিবর্তনের জন্য 'হ্যাঁ' শিরোনামের লিফলেট ও পুস্তিকা বিতরণ, মোবাইল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে গণভোটের ওপর নির্মিত ডকুমেন্টারি, ভিডিও ক্লিপ ও গান রিলিজ, বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ ব্যানার, ফেস্টুন ও স্টিকার সাঁটানো হবে। রোববার (১৮ জানুয়ারি) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউজিসির সঙ্গে এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (উপদেষ্টা পদমর্যাদা) ড. আলী রীয়াজ বলেন, ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রকাঠামো ভেঙে, রাষ্ট্র সংস্কারের মাধ্যমে একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাবে এবারের গণভোট। একটি মানবিক, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে গণভোটে 'হ্যাঁ'-তে রায়ের কোনো বিকল্প নেই। সভায় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার, ইউজিসি চেয়ারম্যান এস এম এ ফায়েজ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব রেহানা পারভীন, কারিগরি ও মাদরাসা বিভাগের সচিব মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এ এস এম আমানুল্লাহ, ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান উপস্থিত ছিলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৮.০১.২০২৬ রিহাব)

ঘোষিত আসনে বদল হতে পারে প্রার্থী, বাকি ৪৭ আসনেও ভাগ চায় শরিকরা

'এক ভোট বাক্স' নীতি নিয়ে আসন সমঝোতায় আলোচনায় থাকলেও, শেষ পর্যন্ত বিভক্ত হয়ে পড়েছে জামায়াত-চরমোনাই জোট। ১১ দলীয় জোট থেকে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ (চরমোনাই) সরে যাওয়ায় এখন ১০ দলীয় নির্বাচনি ঐক্য গড়ে উঠেছে। এ অবস্থায় জোটে এখনো ফাঁকা থাকা ৪৭টি আসন ঘিরে নতুন করে দরকষাকষি শুরু হয়েছে। জোট সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানিয়েছে, আসন সমঝোতার নতুন হিসাব-নিকাশে এখন মনোযোগ দিচ্ছে দলগুলো। বিশেষ করে এনসিপি, মামুনুল হকের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ এবং খেলাফত মজলিশ এরই মধ্যে জামায়াতের কাছে তাদের দাবি জানিয়েছে। তাদের দাবি, মাঠপর্যায়ের অবস্থান ও সাংগঠনিক শক্তি বিবেচনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আসন ছাড় দিতে হবে। এছাড়া, খেলাফত আন্দোলনও জোট থেকে অন্তত একটি আসন পেতে পারে বলে আলোচনা চলছে। পাশাপাশি, এরই মধ্যে ঘোষিত ২৫৩ আসনের কোনোটিতে প্রার্থী পরিবর্তন করা হতে পারে। এ বিষয়ে দলগুলোর মধ্যে আলোচনা চলছে। কথা হয় এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট হুমায়রা নুরের সঙ্গে। জাগো নিউজকে তিনি বলেন, আমাদের ৪২ আসনের দাবি ছিল। ১০ দল মিলে তো ৩০ আসনে সমঝোতা হয়েছে। আমাদের আরও ১২ জন পটেনশিয়াল ক্যান্ডিডেট আছেন, যাদের জিতে আসার সম্ভাবনা আছে। এটা নিয়ে আমরা দরকষাকষি করছি। কিন্তু প্রতিটা আসনেই জামায়াতের প্রার্থী দেওয়া আছে। এখন এগুলো থেকে আমাদের প্রার্থীর যোগ্যতা অনুযায়ী কতগুলো আসন নেওয়া যায়, এটা নিয়ে আলোচনা চলছে জামায়াতের সঙ্গে। শুধু খালি থাকা ৪৭ আসনই নয়, এরই মধ্যে ঘোষিত ২৫৩ আসনের কোনো কোনো আসনে প্রার্থী পরিবর্তনের সম্ভাবনাও রয়েছে। বাস্তব অবস্থান ও সমঝোতার স্বার্থে কয়েকটি আসনে প্রার্থী পুনর্বিন্যাসের বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৮.০১.২০২৬ রিহাব)

ফয়জুল করীমের আসনে প্রার্থী দেবে না জামায়াত

'এক ভোট বাক্স' নীতি নিয়ে আসন সমঝোতার শেষ মুহূর্তে সরে গেলেও, ইসলামী আন্দোলনের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীমের আসনে কোনো প্রার্থী দেবে না জামায়াত ও ১০ দলীয় জোট। রোববার (১৮ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের। তিনি বলেন, এই সমঝোতায় ইসলামী আন্দোলনের অনেক ভূমিকা ছিল, আমরা সেই ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। টুকটাক টেকনিক্যাল কিছু বিষয়ের জন্য তারা নিজেরা আলাদা নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা নির্বাচনে তাদের সাফল্য কামনা করি। ইসলামী আন্দোলনের সম্মানে দলের সিনিয়র নায়েবে আমিরের আসনে আমরা কোনো প্রার্থী দেবো না। কারণ, উনাদের আমির নির্বাচন করছেন না। সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আমরা ভোটকেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা স্থাপনের দাবি জানিয়ে আসছি। আজ প্রধান উপদেষ্টা আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে প্রতিটি

ভোটকেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হবে। একই সঙ্গে আমরা মত দিয়েছি, ভোটকেন্দ্রের ভেতরে সেনাবাহিনী, পুলিশ বা র‍্যাবের প্রবেশ অনুমোদন দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ, এতে ভোটারদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি হতে পারে। তাদের দায়িত্ব হবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, যা বুথের বাইরে থেকেই করতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে, বাহিনীগুলো ভোটকেন্দ্রের ভেতরে প্রবেশ করবে না। প্রধান উপদেষ্টাকে কয়েকজন উপদেষ্টা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, নির্বাচনি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তফশিল ঘোষণার দিন থেকেই কার্যকর থাকার কথা ছিল। কিন্তু এরই মধ্যে কিছু বিচ্যুতি ঘটেছে। প্রধান উপদেষ্টা বিস্ময়ের সঙ্গে জানিয়েছেন, তিনি এ বিষয়গুলো আগেই নির্দেশনা দিয়েছিলেন। আমরা তাকে অনুরোধ করেছি, যারা এসব বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হতে। তিনি স্বীকার করেছেন যে, অনেক তথ্য তার কাছে যথাযথভাবে পৌঁছাচ্ছে না। তাই আমরা তাকে আরও কার্যকর তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৮.০১.২০২৬ রিহাব)

এনসিপি নির্বাচনে যাবে কি না, পুনর্বিবেচনার সময় এসেছে: আসিফ মাহমুদ

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে কি না, তা পুনর্বিবেচনা করার সময় এসেছে বলে জানিয়েছেন দলটির মুখপাত্র ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। রোববার (১৮ জানুয়ারি) রাতে রাজধানীর বাংলামোটরে দলটির অস্থায়ী কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। আসিফ মাহমুদ বলেন, একটি সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য রাজনৈতিক দল বা জনগণের যে কনফিডেন্স অর্জনের কথা ছিল, নির্বাচন কমিশনের, তা হারিয়েছে তারা। যদি এভাবে নির্বাচনের কার্যক্রম সামনের দিকে যেতে থাকে, তাহলে আমরা শঙ্কা প্রকাশ করছি যে, বাংলাদেশে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন বাস্তবায়ন করতে পারবে না ইসি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৮.০১.২০২৬ রিহাব)

একটি দল থেকে ইসিকে চাপ দেওয়া হচ্ছে : তাহের

একটি দল থেকে নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) চাপ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। রোববার (১৮ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ অভিযোগ করেন। সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, আমরা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভিন্নচিত্র দেখছি, এসব বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এখানে দুটি প্রধান বিষয় ছিল, এক ঋণখেলাপি ও দ্বৈত নাগরিকত্ব। কিছু কিছু জায়গায় একই বিষয়ে ইসির ভিন্ন আচরণ দেখছি। একটি দল থেকে ইসিকে চাপ দেওয়া হচ্ছে, তবে চাপে নতি স্বীকার না করে সব দলের জন্য একই নিয়ম হতে হবে। ডা. তাহের বলেন, একটি দলের প্রধানকে নিরাপত্তা দেওয়া কিংবা প্রটোকল দেওয়া হচ্ছে। সরকার এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করছে। একটি দলকে এমন নিরাপত্তা বা প্রটোকল দিলে সমস্যা নেই, তবে জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমানকেও একইভাবে প্রটোকল এবং নিরাপত্তা দিতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৮.০১.২০২৬ রিহাব)

ইসির আচরণ প্রশ্নবিদ্ধ, কর্মকর্তারা নির্দিষ্ট দলের হয়ে কাজ করছেন

নির্বাচন কমিশনের (ইসি) আচরণ প্রশ্নবিদ্ধ দাবি করে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, "ইসি অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ আচরণ করছে। ইসির কতিপয় কর্মকর্তাসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে আমরা অভিযোগ পেয়েছি যে, তারা কোনো একটি নির্দিষ্ট দলের পক্ষে কাজ করছেন।" রোববার (১৮ জানুয়ারি) আগারগাঁও নির্বাচন কমিশনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) সঙ্গে বৈঠক শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বিএনপি নেতা বলেন, বিভিন্ন নির্বাচনি এলাকায় রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, পুলিশ সুপার, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা একটি দলের পক্ষে কাজ করছেন বলে আমরা অভিযোগ পেয়েছি। সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের স্বার্থে তদন্ত গ্রহণপূর্বক তাদেরকে প্রত্যাহার করার জন্য আমরা অনুরোধ জানিয়েছি। ইসির বর্তমান কার্যকলাপে অসন্তোষ প্রকাশ করে বিএনপির মহাসচিব বলেন, আমরা বিএনপির পক্ষ থেকে আজ প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কার্যালয়ে এসে তার সঙ্গে দেখা করেছি। আমাদের নির্বাচনসংক্রান্ত অনেকগুলো বিষয়ও ছিল। সেই বিষয়গুলো আমরা তাদের সামনে তুলে ধরেছি। আমরা মনে করি যে, নির্বাচন কমিশন অনেকগুলো ক্ষেত্রেই তাদের কার্যকলাপের মধ্যদিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ আচরণ করছে। যে বিষয়গুলো আমরা তুলে ধরেছি, তার মধ্যে প্রধান যে বিষয়টি ছিল যে, পোস্টাল ব্যালটের যে বিষয়টি, এটা কিন্তু এখনো পুরোপুরি সমাধান হয়নি। বিশেষ করে, বিদেশের যারা নিবন্ধিত ভোটার তাদের ব্যালট পেপার পৌঁছানোর ক্ষেত্রে এবং ব্যালট পেপারটা যেভাবে মুদ্রণ করা হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে আমাদের অভিযোগ রয়েছে। আমরা সেটা তাদের কাছে দিয়ে এসেছি। আমরা মনে করি যে, এই ব্যালট পেপারটি সঠিক নয়। এখানে পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে এবং কোনো একটি দলকে বিশেষভাবে সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৮.০১.২০২৬ রিহাব)

মাদারীপুরে বাস দুর্ঘটনায় নিহত বেড়ে ৭

মাদারীপুরে বাস দুর্ঘটনায় আরও একজন নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। এ নিয়ে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো সাতজনে। আহত হয়েছেন অন্তত ১০ জন। রোববার (১৮ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মাদারীপুর সদর উপজেলার ঘটকচরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে নিহত তিনজনের নাম-পরিচয় জানা গেছে।

তারা হলেন- মাদারীপুর সদর উপজেলার কেন্দুয়া ইউনিয়নের ঘটকচর গ্রামের শাহ আলমের ছেলে রুমান (২৫), শহরের কলেজ রোডের ১ নম্বর শকুনি এলাকার নেছার উদ্দিন মুন্সির ছেলে বাসের হেলপার পান্নু মুন্সি (৫০) এবং মাদারীপুর সদর উপজেলার কুনিয়া ইউনিয়নের দক্ষিণ পাড়া গ্রামের জসিম বেপারির ছেলে ইজিবাইক চালক সাগর বেপারি। মাদারীপুর মোস্তফাপুরের হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন আল রশিদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, মাদারীপুর থেকে সার্বিক পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। মাঝপথে সদর উপজেলার ঘটকচর এলাকায় এলে একটি ইজিবাইককে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ইজিবাইকচালক ও দুই যাত্রীসহ সাতজন নিহত হন। আহত হন বেশ কয়েকজন। খবর পেয়ে উদ্ধার অভিযান শুরু করে ফায়ার সার্ভিস ও হাইওয়ে পুলিশ। নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলেও জানান ওসি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৮.০১.২০২৬ রিহাব)

আপিল শুনানিতে বিএনপির আরও চারজনের মনোনয়ন বাতিল

আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপির চারজন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। রিটার্নিং কর্মকর্তাদের যাচাই-বাছাইয়ে মনোনয়ন বাতিল হওয়া প্রার্থীদের আপিল শুনানির শেষ দিন ছিল রোববার (১৮ জানুয়ারি)। আজকের শুনানিতে তিন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করে ইসি। এর আগের দিন শনিবার (১৭ জানুয়ারি) কুমিল্লা-৪ আসনের বিএনপি প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সির মনোনয়নপত্র বাতিল করে ইসি। শুনানি শেষে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সর্বশেষ নির্বাচিত সম্পাদক ও বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেন, এ পর্যন্ত বিএনপির মোট তিনজন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র গৃহীত হয়নি। যাদের মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এখন তাদের বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে জানতে চাইলে রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেন, যাদের মনোনয়নপত্র গৃহীত হয়নি, এ বিষয়ে তারা সিদ্ধান্ত নেবেন। উনাদের সিদ্ধান্তের পরেই আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৮.০১.২০২৬ রিহাব)

নিরপেক্ষতার ঘাটতি হলে ৫ আগস্ট যে-কোনো আসনেই হতে পারে

সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা বলেছেন, আশা করবো প্রশাসন, পুলিশ ও কমিশন নিরপেক্ষ থাকবে। আর যদি নিরপেক্ষতার কোনো ঘাটতি আমরা দেখি, তাহলে ৫ আগস্টের কথা আপনারা স্মরণে রাখবেন। সারা দেশে যেমন ৫ আগস্ট হয়েছিল, সেটা যে-কোনো আসনেই কিন্তু হতে পারে। রোববার (১৮ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার কালিকচ্ছ ইউনিয়নের গলানিয়া গ্রামে এক উঠান বৈঠকে তিনি এই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। রুমিন ফারহানা আরও বলেন, "'আমরা ১৭ বছর কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন করতে পারিনি। ১৭ বছর পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারিনি। দীর্ঘ ১৭ বছর পর বাংলাদেশে একটি নির্বাচন আসছে। আমি আশা করবো, আমার এলাকার ১৯টি ইউনিয়নের পাঁচ লাখ ভোটার প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে যাবেন। নিরাপদে নিশ্চিন্তে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবেন।" তিনি বলেন, "প্রশাসনকে অনুরোধ করবো, নিজের আইনের ভেতরেই আপনারা কাজ করবেন। প্রশাসনকে অনুরোধ করবো, কোনো প্রার্থীকে ডান চোখে এবং কোনো প্রার্থীকে বাম চোখে দেখবেন না। প্রশাসনকে বিনীতভাবে অনুরোধ করবো, আইন যেমন সবার জন্য সমান, তার প্রয়োগও যেন সবার জন্য সমান হয়।"
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৮.০১.২০২৬ রিহাব)

মৃত্যুর পরোয়ানা মাথায় নিয়ে আমাদের চলতে হয় : হাসনাত আবদুল্লাহ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনে সংসদ সদস্য প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, আমরা ঘর থেকে বের হলে জানি না আবার নিরাপদে ঘরে ফিরবো কি না। যে বয়সে আমাদের একটা নির্ভার জীবন কাটানোর কথা, পরিবারকে সময় দেওয়ার কথা, মা-বাবার কাছে নিরাপদে থাকার কথা, কিন্তু ওই বয়সেও আমাদের রাজপথে, কোর্টের বারান্দায় এবং মৃত্যু পরোয়ানা মাথায় নিয়ে চলতে হয়। রোববার (১৮ জানুয়ারি) কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলার পৌর মিলনায়তনে 'নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী শিক্ষার উন্নয়নে বেগম খালেদা জিয়ার ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা সভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, "আমার সামনে যারা বসে আছেন, তারা খেটে খাওয়া বাবার সন্তান। এখানে কেউ এমপি-মন্ত্রী বা সচিবের ছেলে এসে বসেনি। এখানে যারা বসেছে প্রত্যেকেই 'ব্লাডি সিটিজেন'। যারা দেশের জন্য রক্তের প্রয়োজন হলে রাস্তায় আসে, যারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাস্তায় আসে। আপনাদের রক্তের ওপর বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে আছে।"
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৮.০১.২০২৬ রিহাব)

বিশ্বকাপ ইস্যুতে বাংলাদেশের পাশে থাকতে চায় পাকিস্তান

যদিও এখনো কিছুই চূড়ান্ত হয়নি। আইসিসির পক্ষ থেকে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি। এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ভাগ্যে কী আছে- ভারতে গিয়ে খেলতে না চাওয়া টাইগাররা আদৌ শ্রীলঙ্কায় গিয়ে খেলতে পারবে? সে বিষয়টি এখনো ফায়সালা হয়নি। তবে, অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, আইসিসির একরোখা মানসিকতা ও

চিন্তাধারার কাছে বাংলাদেশের অনমনীয়তার খুব বেশি মূল্য থাকছে না। পরিবেশ, পরিস্থিতি ও বাস্তবতার নিরিখে শ্রীলঙ্কায় গিয়ে বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন পূরণের সম্ভাবনা এখন খুবই কম। বাংলাদেশের দাবি সম্ভবত ধোপে টিকবে না- এমনই ইঙ্গিত মিলছে। আজ বিকেলেই জাগো নিউজের পাঠকরা এ খবর জেনে গেছেন। তবে, তার পাশাপাশি আরও একটি খবর বাংলাদেশের বিশ্বকাপ খেলার প্রায় নিভে যাওয়া প্রদীপটিতে নিভু নিভু করে জ্বালিয়ে রেখেছে। হঠাৎ করেই খবর এসেছে, বাংলাদেশের দাবির প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। তাদের মতে, ভারতের মাটিতে খেলতে গিয়ে বাংলাদেশ যে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছে, তা যৌক্তিক। সে কারণেই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়াতে প্রস্তুত এবং বিসিবিকে সব ধরনের সহযোগিতা দিতেও আগ্রহী। পিসিবি থেকে এমন কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এলে, তা এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অবশ্যই এক নতুন মাত্রা যোগ করবে। এটা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কোনো প্রোপাগাণ্ডা নয়। তবে, এটা সরাসরি পিসিবির আনুষ্ঠানিক বক্তব্যও নয়। পাকিস্তানি প্রচার মাধ্যমে এ খবর প্রকাশিত হয়েছে। পাকিস্তানের জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম জিও নিউজ আজ এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশ এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের মাটিতে গিয়ে খেলতে চায় না। বিসিবি বারবার নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে উদ্‌বেগ প্রকাশ করলেও, বিষয়টির কোনো সুরাহা হয়নি। তাই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াতে আগ্রহী এবং প্রয়োজন হলে সব ধরনের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৮.০১.২০২৬ রিহাব)

মার্চে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্রের বিদ্যুৎ

আগামী মার্চে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ইউনিট-১ থেকে প্রায় ৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প পরিদর্শন করে তিনি এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন। রোববার (১৮ জানুয়ারি) প্রধান উপদেষ্টার সহকারী প্রেস সচিব সুচিস্মিতা তিথি এ তথ্য জানান। সুচিস্মিতা তিথি জানান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ গত শুক্রবার পাবনার ঈশ্বরদীতে অবস্থিত রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি প্রকল্পের অগ্রগতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। উপদেষ্টা এ সময় প্রকল্প বাস্তবায়নে নিযুক্ত কর্মী ও প্রকৌশলীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের নিরলস প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র হিসেবে জাতীয় বিদ্যুৎ খাতে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে বলে ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি জ্বালানি নিরাপত্তা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৮.০১.২০২৬ রিহাব)

জুলাইয়ের চেতনাকে ধারণ করে গণভোট : সৈয়দা রিজওয়ানা

তথ্য-সম্প্রচার এবং পরিবেশে, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, "জুলাইয়ের চেতনাকে ধারণ করে গণভোটের আয়োজন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে জনগণের প্রকৃত মতামত ও প্রত্যাশা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রতিফলিত হবে।" রোববার (১৮ জানুয়ারি) বিকেলে নীলফামারী জেলা শিল্পকলা অ্যাকাডেমিতে গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণের জন্য আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। রিজওয়ানা হাসান বলেন, "গণভোট একটি উৎসবমুখর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। এ উপলক্ষ্যে ভোটারদের সার্বিক নিরাপত্তা ও অবাধ ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে প্রশাসন সর্বোচ্চ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। কারণ দেশের সব মানুষ ভোট দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছনে। সংসদ নির্বাচন ও গণভোট নিয়ে কোনো ধরনের শঙ্কা নেই। নির্ধারিত সময় ভোট অনুষ্ঠিত হবে।" তিনি বলেন, "হ্যাঁ' ভোটের মাধ্যমে দেশ ইতিবাচক পরিবর্তনের পথে অগ্রসর হবে এবং গণভোট নাগরিকদের স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের একটি সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক সুযোগ সৃষ্টি করবে।" (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৮.০১.২০২৬ রিহাব)

হত্যার হুমকি, ৩ মেয়েকে দেখে রাখতে বললেন মুফতি আমির হামজা

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে প্রাণনাশের হুমকির কথা জানিয়েছেন কুষ্টিয়া সদর আসনের জামায়াতের সংসদ সদস্য (এমপি) প্রার্থী ও ইসলামি বক্তা মুফতি আমির হামজা। রোববার (১৮ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে দেওয়া ওই ফেসবুক পোস্টে এক ঘণ্টায় ৬৩ হাজার লাইক ও প্রায় আট হাজার মানুষ কমেন্ট করেছেন। এ বিষয়ে জানতে আমির হামজার ফোনে প্রথমে কল এবং পরে খুদে বার্তা দিলেও, তিনি সাড়া দেননি। ফেসবুক পোস্টে মুফতি আমির হামজা লিখেছেন, "একটু জানিয়ে রাখি। গতকাল থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে আমাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আমি মৃত্যুর জন্য সব সময় প্রস্তুত ইনশাল্লাহ। আপনাদের কাছে অনুরোধ রইলো, আমার অনুপস্থিতিতে কুষ্টিয়াতে যেই ইনসাফ কায়েমের লড়াই আমরা শুরু করেছি, সেটা প্রতিষ্ঠিত কইরেন এবং আমার ৩ শিশু কন্যা সন্তানকে একটু দেখে রাইখেন।" কুষ্টিয়া সদর আসনের জামায়াত প্রার্থী মুফতি আমির হামজার পুরোনো একটি বক্তব্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওটিতে তাকে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর নাম বিকৃত করে উপস্থাপন করতে দেখা যায়।

এ নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। তবে, হুমকির বিষয়ে আমির হামজা কুষ্টিয়া মডেল থানায় কোনো জিডি বা আইনগত সহায়তা এখনো পর্যন্ত গ্রহণ করেননি বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৮.০১.২০২৬ রিহাব)

যেভাবেই হোক আমাদের ভালো নির্বাচন করতে হবে : প্রধান উপদেষ্টা

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, "যেভাবেই হোক আমাদের ভালো নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচন সংক্রান্ত যে-কোনো জরুরি তথ্য, অভিযোগ বা মতামত আমাদের জানাবেন। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচন কমিশনের নজরে আনবো। সরকারের যদি কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার থাকে, নেব।" রোববার (১৮ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর চার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠককালে তিনি এ কথা বলেন। জামায়াত আমির শফিকুর রহমানের নেতৃত্বে বৈঠকে অংশ নেন সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, মিয়া গোলাম পরওয়ার এবং রফিকুল ইসলাম খান। এ সময় উপদেষ্টাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ, আদিলুর রহমান খান ও মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। বৈঠকে নির্বাচনের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। রোববার রাতে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ সব তথ্য জানান। বৈঠককালে জামায়াতে ইসলামীর নেতারা জানান, আগামী ২২ জানুয়ারি থেকে পুরোদমে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু হবে। জামায়াতে ইসলামী গণভোটে 'হ্যাঁ'-এর পক্ষে প্রচারণা ইতোমধ্যেই শুরু করেছে। আগামী ২২ জানুয়ারি থেকে পাশাপাশি দুই ক্যাম্পেইন চলবে বলে জানান তারা।

এ ছাড়া, নির্বাচন সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন জামায়াত নেতারা। ভোট কেন্দ্রগুলোকে খুব দ্রুত সিসি ক্যামেরার আওতাধীন আনা হবে জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, অধিকাংশ কেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা থাকবে। এগুলো জানুয়ারির মধ্যে ইনস্টল হয়ে যাবে। ঝুঁকির আশঙ্কা আছে এমন কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বডি ক্যামেরা থাকবে। কন্ট্রোল রুম থেকে এগুলো সব মনিটর করা হবে। ফুটেজ রেকর্ডেড থাকবে, যাতে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটামাত্রই যেন ব্যবস্থা নেওয়া যায়। গণভোটে 'হ্যাঁ' ভোটের পক্ষে সরকারের প্রচার-প্রচারণার বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, "কেউ কেউ বলছেন, গণভোটে 'হ্যাঁ' ভোটের পক্ষে সরকারের প্রচারণা আইনসম্মত কি না, কিন্তু আমরা সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হয়েছি, এতে কোনো আইনগত বাধা নেই। গণ-অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব সংস্কারের পক্ষে থাকা। "এবারের ভোট ও গণভোট সফলভাবে করতেই হবে। যে যাই বলুক না কেন, ১২ ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন হবে। এবারের নির্বাচন কোনো গোঁজামিলের নির্বাচন হবে না। এবারের নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু ও উৎসবমুখর পরিবেশে হয়, এই দায়িত্ব আমাদের সবার। এ ব্যাপারে সকল রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা কামনা করছি," বলেন ড. ইউনূস। প্রধান উপদেষ্টা জানান, নির্বাচনের সময় স্থানীয় পর্যায়ে উদ্ভূত বিরোধ নিরসনের জন্য সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণে যাতে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। নির্বাচনে জয়-পরাজয় যাই হোক না কেন, সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচন সফল এবং দেশের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান প্রধান উপদেষ্টা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৮.০১.২০২৬ রিহাব)

জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার সঙ্গে চীনা রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। রোববার (১৮ জানুয়ারি) প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে তাদের মধ্যে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান। তিনি জানান, সাক্ষাৎকালে উভয়পক্ষ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন। এ সময় বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যকার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং উন্নয়ন সহযোগিতার বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করা হয়। আলোচনায় তিস্তা নদীর সমন্বিত ব্যবস্থাপনা ও পুনরুদ্ধার প্রকল্প এবং প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী হাসপাতাল প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ প্রসঙ্গে চীনা রাষ্ট্রদূত জানান, তিনি তিস্তা প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করবেন এবং চলমান কারিগরি সমীক্ষা দ্রুত সম্পন্ন করতে চীনের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের চলমান গণতান্ত্রিক রূপান্তর প্রক্রিয়ায় তার সরকারের অব্যাহত সমর্থনের কথাও পুনর্ব্যক্ত করেন এবং আসন্ন জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু ও সফলভাবে আয়োজনের জন্য শুভ কামনা জানান। বৈঠকে উভয়পক্ষ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ইতিবাচক অগ্রগতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং পারস্পরিক স্বার্থে সহযোগিতা আরও জোরদার করার যৌথ অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৮.০১.২০২৬ রিহাব)

বেসরকারি নির্ভরশীলতা কাটাতে এলপিজি আমদানির অনুমতি পেয়েছে বিপিসি

তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) নিয়ে দেশে চলমান সংকট ও মূল্যবৃদ্ধির কারণে এক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের ওপর একক নির্ভরশীলতা কাটাতে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনকে (বিপিসি) এই গ্যাস আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সরকারের সঙ্গে সরকারের (জিটুজি) চুক্তির ভিত্তিতে এলপিজি আমদানির জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাটি এই নীতিগত অনুমোদন পেয়েছে। রোববার (১৮ জানুয়ারি) রাতে জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন অন্তর্বর্তী সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। তিনি বলেন, "বিপিসিকে এলপিজি আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। প্রক্রিয়া শুরুর জন্য বিপিসির চেয়ারম্যান মো. আমিন উল

আহসানকে মৌখিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আনুষ্ঠানিক চিঠি পাঠানো হচ্ছে। কাজ চলছে।" সাম্প্রতিক সময়ে দেশে এলপিজির সংকট দেখা দিলে তা আমদানির অনুমতি চেয়ে ১০ জানুয়ারি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিবকে চিঠি দেয় বিপিসি। চিঠিতে বলা হয়, দেশের এলপিজি বাজার পুরোপুরি বেসরকারি খাতনির্ভর হওয়ায় সংকটের সময় সরকারিভাবে বাজারে হস্তক্ষেপের সুযোগ সীমিত। ফলে সরবরাহ-ঘাটতি ও কৃত্রিম সংকট তৈরি হলে তা মোকাবিলার কার্যকর কোনো হাতিয়ার সরকারের হাতে থাকে না। বিপিসির এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংস্থাটি যাতে এলপিজি আমদানি করতে পারে, এখন সেই প্রক্রিয়া শুরু হলো। এর আগে, গত ১২ জানুয়ারি জাগো নিউজকে উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান বলেছিলেন, "সরকারের সঙ্গে সরকারের (জিটুজি) চুক্তির মাধ্যমে এলপিজি আমদানি করে বাজারে সরবরাহ বাড়ানোর কথা আমরা চিন্তা করছি। যাতে বেসরকারি খাত একচেটিয়াভাবে বাজার দখল করতে না পারে।" দেশে এলপিজি ব্যবসার ৯২ শতাংশ বেসরকারি খাতে এবং মাত্র দুই শতাংশ সরকারি খাতে জানিয়ে উপদেষ্টা সেদিন আরও বলেন, "আমরা চেষ্টা করছি। এখন কথা হচ্ছে, যেটা আমাদের হাতে না, ওটা তো বেসরকারি খাতে। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমরা ভাবছি সরকার হয়ত এলপিজির আরও বড় অংশে থাকবে, যাতে বাজারে ভারসাম্য থাকে।' (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৮.০১.২০২৬ রিহাব)

নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে নাহিদ-নাসীরুদ্দীনকে শোকজ

নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ঢাকা-১১ আসনের প্রার্থী নাহিদ ইসলাম ও ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী মুহাম্মাদ নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হয়েছে। রোববার (১৮ জানুয়ারি) ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার ও রিটার্নিং কর্মকর্তা শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী এ নোটিশ দেন। নাহিদ ইসলামকে দেওয়া নোটিশে বলা হয়, "আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে ঢাকা-১১ আসনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আপনার নিজের বিশাল আকৃতির রঙিন ছবি ও ঢাকা-১১ উল্লেখপূর্বক "দেশ সংস্কারের গণভোট, 'হ্যাঁ'-এর পক্ষে থাকুন" স্লোগান-সম্বলিত বিলবোর্ড রিটার্নিং অফিসারের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, যা জাতীয় সংসদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালার পরিপন্থি। সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫-এর বিধি ১৮ অনুযায়ী "কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা তৎকর্তৃক মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের ৩ (তিন) সপ্তাহ সময়ের পূর্বে কোনো প্রকার নির্বাচনি প্রচার শুরু করতে পারিবেন না।" আগামী ১৯ জানুয়ারি সাড়ে ৯টার মধ্যে সমস্ত বিলবোর্ড অপসারণের জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো,' যোগ করা হয় নোটিশে। একই সঙ্গে নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে নাহিদ ইসলামের বিরুদ্ধে কেন আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, সে বিষয়ে সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বেলা ১১টার মধ্যে তিনি নিজে বা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত হয়ে লিখিত জবাব রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে জমা দেওয়ার জন্য নোটিশে অনুরোধ করা হয়।

অন্যদিকে, নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে দেওয়া নোটিশে বলা হয়, "আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে ঢাকা-৮ আসনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আপনার নিজের বিশাল আকৃতির রঙিন ছবি ও "ঢাকা-৮ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী" এবং "গণভোটকে 'হ্যাঁ' বলি" স্লোগান-সম্বলিত বিলবোর্ড রিটার্নিং অফিসারের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, যা জাতীয় সংসদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালার পরিপন্থি।" নাহিদ ইসলামের নোটিশের মতো এই চিঠিতেও নির্বাচনি প্রচার শুরুর সময়ের বিষয়টি উল্লেখ করে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে ১৯ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ৯টার মধ্যে সব বিলবোর্ড অপসারণের জন্য অনুরোধ করা হয়। একইসঙ্গে, নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে তার বিরুদ্ধে কেন আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, সে বিষয়ে একইদিন বেলা ১১টার মধ্যে তিনি নিজে বা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত হয়ে লিখিত জবাব রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে জমা দিতে বলা হয়। নির্বাচনি তফশিল অনুযায়ী, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ভোটগ্রহণ করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৮.০১.২০২৬ রিহাব)

BBC

SYRIAN ARMY SEIZES COUNTRY'S LARGEST OIL FIELD FROM KURDISH FORCES

Syrian troops fighting Kurdish forces in north-eastern Syria have seized the country's largest oilfield. The Omar facility and nearby gas fields are under army control after the Kurdish-led Syrian Democratic Forces (SDF) pulled back, officials and monitors say. Earlier the army captured the strategic Tabqa dam on the Euphrates river. The push came after the SDF announced it would redeploy east of the Euphrates, following deadly clashes last week. That withdrawal followed talks with US officials. Ongoing fighting in the area stems from the breakdown of an agreement SDF and the government of President

Ahmed al-Sharaa, who is seeking to integrate Kurdish bodies into Syrian institutions.
(BBC News Web Page: 18/01/26, FARUK)

TRUMP TARIFF THREAT OVER GREENLAND 'UNACCEPTABLE': EUROPEAN LEADERS

A threat by US President Donald Trump to impose fresh tariffs on eight allies opposed to his proposed takeover of Greenland has drawn condemnation from European leaders. UK Prime Minister Sir Keir Starmer said the move was "completely wrong", while French President Emmanuel Macron called it "unacceptable". The comments came after Trump announced a 10% tariff on goods from Denmark, Norway, Sweden, France, Germany, the UK, the Netherlands and Finland would come into force on 1 February, but could later rise to 25% - and would last until a deal was reached. Trump insists the autonomous Danish territory is critical for US security and has not ruled out taking it by force. Meanwhile, thousands of people took to the streets in Greenland and Denmark on Saturday in protest st the proposed US takeover. (BBC News Web Page: 18/01/26, FARUK)

NASA'S MEGA MOON ROCKET ARRIVES AT LAUNCH PAD FOR ARTEMIS ll MISSION

Nasa's mega rocket has been moved to the launch pad in Cape Canaveral, Florida, as the final preparations get underway for the first crewed mission to the Moon in more than 50 years. Over almost 12 hours, the 98m-tall Space Launch System was carried vertically from the Vehicle Assembly Building on the 4-mile journey to the pad. Now it is in position, the final tests, checks - and a dress rehearsal - will take place, before the go-ahead is given for the 10-day Artemis ll mission that will see four astronauts travel around the Moon. Nasa says the earliest the rocket can blast off is 6 February, but there are also more launch windows later that month, as well as in March and April. (BBC News Web Page: 18/01/26, FARUK)

AROUND 1,500 SOLDIERS ON STANDBY FOR DEPLOYMENT TO MINNEAPOLIS: OFFICIALS

Soldiers are on standby for possible deployment to Minneapolis, a US defence official has told CBS News, the BBC's US partner. The official said the 1,500 soldiers, currently in Alaska, are an option for US president Donald Trump if he decided to use active duty military personnel, as anti-immigration and Customs Enforcement (ICE) demonstrations continued in the city on Saturday. No decision has yet been made on whether to deploy the soldiers from Alaska, the official said. Minnesota officials have urged protesters to stay orderly and peaceful during during demonstrations after an ICE agent shot dead US citizen Renee Good earlier this month. (BBC News Web Page: 18/01/26, FARUK)

FEARS IRAN'S INTERNET SHUTDOWN COULD LEAD TO 'EXTREME DIGITAL ISOLATION'

Iran is 10 days into one of the most extreme internet shutdowns in history, with 92 million citizens cut off from all internet services and even disruption to

phone and text messaging. The Iranian government cut off services on 8 January, apparently to stifle dissent and prevent international scrutiny of a government crack down on protesters. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said the internet was cut off in response to what he described as externally directed "terrorist operations". The government has not said when internet services will return, but new reports suggest that, behind the scenes, the authorities may be making plans to restrict it permanently. (BBC News Web Page: 18/01/26, FARUK)

US STRIKE IN SYRIA KILLS MAN LINKED TO ATTACK ON SOLDIERS: OFFICIALS

US forces have carried out a strike which killed an al-Qaeda leader "who had direct ties" to an Islamic State (IS) group terrorist responsible for an ambush which killed three Americans in Syria, officials have said. The US Central Command (Centcom) said in a statement that Bilal Hasan al-Jasim was killed in the attack on Friday, which took place in northwest Syria. The statement says he was "directly connected" with the IS group gunman who killed and injured American and Syrian personnel. (BBC News Web Page: 18/01/26, FARUK)

TWO KILLED, DOZENS WOUNDED IN LARGE RUSSIAN DRONE ATTACKS ACROSS UKRAINE

Two people have been killed and dozens injured in overnight Russian drone attacks across Ukraine, where strikes on energy infrastructure have caused power outages in freezing temperatures, according to President Volodymyr Zelensky. In a social media post on Sunday, Zelensky said the Sumy, Kharkiv, Dnipro, Zapprizhzhia, Khmelnytskyi and Odesa regions were targeted in an attack that included more than 200 drones. Zelensky also issued another call to world leaders. The strikes come a day after Ukrainian negotiators arrived in the United States for talks with President Donald Trump's administration on how to end the nearly four-year conflict with Russia. (BBC News Web Page: (18/01/26, FARUK)

AT LEAST SIX KILLED IN PAKISTAN AS FIRE RIPS THROUGH KARACHI SHOPPING MALL

At least six people have been killed and about 20 injured when a fire tore through a shopping mall in Karachi, Pakistani officials say, as firefighters try to bring the blaze under control. The fire broke out on Saturday at the Gul Plaza shopping mall, a densely packed commercial complex, and continued to burn for hours. By early Sunday, authorities said crews had managed to control about 30% of the fire. South Deputy Inspector General Syed Asad Raza told the Dawn newspaper that the death toll had risen from an initial three to five. The Edhi Foundation, a medical complex, later confirmed a sixth death in a statement. (BBC News Web Page: 18/01/26, FARUK)

THOUSANDS RALLY IN SERBIA AS STUDENTS CONTINUE FIGHT AGAINST CORRUPTION

Thousands of people have rallied in the Serbian city of Novi Sad, as university students who have led more than a year of mass demonstrations pledged to continue fighting against endemic corruption during the tenure of right-wing

nationalist President Aleksandar Vucic. Protesters, chanting "thieves", accused the government of rampant corruption. University students told the crowd on Saturday that they had drawn up a plan on how to rid Serbia of corruption and restore the rule of law. They proposed banning corrupt officials from politics and investigating their wealth as first steps for a post-Vucic government.
(BBC News Web Page: 18/01/26, FARUK)

:: THE END::